GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

Class No. 203.C

Book No. 25

N. L. 38.

MGIPC—S1—36 LNL/60—14-9-61—50,000.

Rare Book

R.B. T7

NATIONAL LIBRARY

This book was taken from the Library on the date last stamped. A late fee of 1 anna or 6 nP. will be charged for each day the book is kept beyond a month.

N. L. 44.
MGIPC—S8—22 LNL/59—15-6-60—50,000.

The ... of
Pritapaditya
the last King of Bengal and ...

রাজা প্রতাপাদিত্য

চরিত্র

যিনি বাস করিলেন যশহরের ধুমঘাটে

একব্বর বাদসাহের আমলে ।

College of Fort William

রাম রাম বসুর রচিত ।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল ।

১৮০১ ।

203
RARE BOOK
27
NATIONAL LIBRARY
Rare Book Section

NATIONAL LIBRARY
No. Amp-3785
DATE 19/8/09
CALCUTTA

~~182.B.6.1~~ ~~182.c.57~~
4.6.48.
203.C.25
506
F

THE

HISTORY

OF

RAJA PRITAPADITYU,

By Ram Ram Boshoo,

ONE OF THE PUNDITS IN THE COLLEGE OF FORT-WILLIAM.

SERAMPORE.

PRINTED AT THE

1802

NATIONAL LIBRARY
Rare Book Section.

08 LL 48

রাজা প্রতাপাদিত্য।

চরিত্র।

এ বঙ্গ ভূমিতে রাজা চন্দ্রকেতু প্রভৃতি অনেক২ রাজাগণ ওদ্ভব হইয়া ছিলেন কিন্তু কদাচিত তাহারদের কেবল নাম মাত্র শুনা যায় তদব্যতিরেক তাহারদের বিশেষ বিশেষন কি মতে বৃদ্ধি কি মতে পতন নিরা করন কিছুই ওপস্থিত নাহি তাহাতে যে সমস্ত [illegible]করা এ সকল প্রশঙ্গ শ্রবন করে আনু পূর্ব্বক না জাননেতে ক্ষোভিত হয়।

সংপ্রতি সর্ব্বারম্ভে এ দেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়া ছিলেন তাহার বিবরন কিঞ্চিত পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ

পাঙ্গি বগে সাম্প্রদাইক নাহি   আমি তাহা দিগোর স্বশ্রেনী একেই জাতি   ইহাতে তাহার আপনার পিতৃ পিতামহের স্থানে শুনা আছে অতএব আমরা অধিক জাত   এবং আর২ অনেকে মহা রাজার গুণাখ্যান আনুপূর্ব্বক জানিতে আকিঞ্চন করিলেন এ জন্য যে মত আমার শ্রুত আছে তদনুযায়ি লেখা যাইতেছে

এ বংশের আদি এই   রাম চন্দ্র নামেতে এক জন বঙ্গজ কায়স্থ পূর্ব্ব দেশ নিবাসী আপন রোজগারের চেষ্টায় দেশান্তরি হইয়া পাটি মহল পরগানায় অবস্থিতি করিলেন   এবং সেই স্থানে বিবাহ করিলেন   তাহার স্যালকেরা সরকার সপ্ত গ্রামের কাচারিতে কাননগো দপ্তরে মুহরি ছিল   রাম চন্দ্র ও তাহারদের সমিভ্যারে দপ্তর খানায় যাতায়াত করিতে২ সর্ব্বত্রে পরিচিত হইলেন   রাম চন্দ্র ক্রমতা

পন্ন লোক অতএব ঐ দপ্তরে তিনি ও মুহুরি গিরি কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইলেন ।——

এই মতে কতক কাল গত হইলে রাম চন্দ্রের প্রতি দেবতার অনুগ্রহ তাহাতে ক্রমে২ তাহার তিন জন পুত্র সন্তান জন্মিল তাহারদের জ্যেষ্ঠের নাম রাখিলেন ভবানন্দ মধ্যমের নাম গুনানন্দ কনিষ্ঠের নাম শিবানন্দ তাহারা তিন ভ্রাতা আপনারদের জাতি ব্যবসা লেখা পড়ায় তিন জনেই পটু হইল পারসি ও বাঙ্গলা ও নাগরি আদিতে মূর্ত্তিমন্ত তন্মধ্যে রাম চন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র শিবানন্দ অধিক ক্ষমতাপন্ন ।—

কাননগো দপ্তরে আপন বাপের পুচ্ছে কার্য্য কর্ম্ম করিতে ছিল ইতি মধ্যে সে দপ্তরের শিরিস্তাদার কান্তার নামে এক জন কটকী ছিল তাহার সহিত শিবানন্দের প্রণয় হইয়া সে

হইতে ওফাত হইয়া গৌড়ে রাজধানি স্থানে গতি করিলেন।———

সে সময় গৌড়ে বাদসাহি কোট বাঙ্গালা ও বেহারের খালিসা সেই স্থানে তাহার অধিকারি নবাব সোলেমান গররানি নাম পাঠান সোলেমানের পূর্ব্বাবধি কিছু এ মত ঐশ্বর্য্য ছিল না দৈবক্রমে তাহারি কিছু কাল পূর্ব্বে বাঙ্গালা ও বেহার ও ওড়িস্যা তিন সবার কর্ত্তা হইয়া মহা ঐশ্বর্য্যমন্ত হইয়া ছিল তাহার বিবরণ এই।———

যে কালে দিল্লির তক্তে হোমাওঁ বাদসাহ তখন সোলেমান ছিলেন কেবল বঙ্গ ও বেহারের নবাব পরে হোমাওঁ বাদসাহের ওফাত হইলে হেন্দোস্তানে বাদসাহ হইতে রাজ হইল একারন হোমাওঁ ছিলেন বৃহত্ত

গোষ্ঠী তাহার অনেক গুলিন সান্তান তাহারদের আপনারদের মধ্যে আত্মকলহ হইয়া বিস্তর২ ঝকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিৎ ছিল ইহাতে সুবাজাত্তের তহশিল তাগাদা কিছু হইয়া ছিল না।————

এই অপকাশক্রমে জোলেয়ান সেনা সর্জ্জা করিয়া সে সুবা ও আপন করতল করিলেন এবং দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত তিন সবার কর্তৃত্ব নিষ্কুরে করিলেক ইহাতে ভাণ্ডারাবধি ধনে পরিপূর্ন্ন করিলেন।————

পরে হোমাঙু সাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র একব্বর সাহ দিল্লির তক্তে বাদসাহ হইলেন তৎকালিন জোলেয়ান বিস্তর পওগাত নজর ইত্যাদি দিয়া একব্বর বাদসাহের সহিৎ সাখ্যাত করিলে ক্রময়ক্রমে বাদসাহের অনুগ্রেহে অনুগৃহীত

হইয়া ঐ তিন সুবার পদার্পর্ন হওনের ফরমান ও চিত্রবিচিত্র খেলাত পাওনেতে কৃতার্থ হইয়া পুনরায় আপন স্থান গৌড়ে আইছিলেন তাহাতেই মহা ঐশ্বর্য্যেতে সুবাদারি করিতে ছিলেন।——

সেই কালে রাম চন্দ্র আপনার তিন পুত্র সাতে করিয়া সপরিবারে গৌড়ে উপস্থিত হইলেন এএক দিবস বাসা করিয়া তিঞিয়া নজর দিয়া জোলেমানের সহিৎ দেখা করিলে তাহার পুত্রেরদের আরজদাস্ত আনুযায়ি কানানগো দপ্তরে মুহুরি গিরিতে পদার্পর্ন হইলেন এবং সেই দেশে ঘর দার করিয়া বসত বাস করিলেন।

ইহারদের তিন ভ্রাতার মধ্যে শিবানন্দ বড় চালাক সদাসর্ব্বদা কার্য্য কর্ম্মের দ্বারায়

জোলিয়ানের নিকটবর্ত্তি হইতেন তাহতে জোলেয়ান শিবানন্দকে জ্ঞাত ছিল কাননগো দপ্তরের কর্ত্তা যে ছিল তাহার পরলোক হইলে শিবানন্দ জোলেয়ানের অনুগ্রহেতে সেই দপ্তরের কর্ত্তা হইলেন। জোলেয়ান শিবানন্দকে সন্মান করিয়া খেলাত দিয়া সম্ভ্রান্ত করিলেন।——

সেই হইতে শিবানন্দের বৃদ্ধি পরং উন্নতির বাহুল্য [illegible] কার্য্যের আস্থায় করাইতে জোলেয়ান শি[illegible] [illegible] করি[illegible] [illegible] হই [illegible] আরম্ভ [illegible] এক [illegible] গত হই। [illegible]লেয়ানের দুই পুত্র [illegible] কনিষ্ঠ দাওদ শিশু পাঠদসায় পাঠসালায় পারসি ইত্যাদি বিদ্যা অভ্যাস করেন।——

শিবানন্দের ভাইপো দুই জন জ্যেষ্ঠ শ্রী হরি ভবানন্দের পুত্র মধ্যম জানকী বল্লভ [illegible]নান্দের পুত্র এই দুই ভ্রাতা প্রায় সমান বয়স। শিবানন্দ তাহারদের দুই জনকে ও দাওদের পাঠশালায় বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবর্ত্ত করিয়া দিলেন এই মতে সে দুই কুমার নবাব তাদার সহিত লেখা পড়া করেন একত্তরেতে খেলান ও বেড়ান। ক্রমেং নবাব তাদার সঙ্গে এ দুইার বড়ই এক হৃদত্তা হইল তিন জনে [illegible] প্রিত প্রায় বিচ্ছেদ হইতেন না।————

এক [illegible]ত কহিলেন তোমারদিগের দুই ভ্রাতাকে আমি যদি বাদসাহ হইব তবে তোমারদিগকে এজির করিব এই দৃঢ় আমার পন আমার যে কার্য্য হইবেক তাহারি নাএব তোমারদিগকে করিব ইহার অন্যথা হইতে

পারিবেক না। এই মতে বাল্য ক্রীড়া ও লেখা পড়া ইত্যাদি বিদ্যা অভ্যাস করাতে সুখ ভোগে কাল যাপন করিতে ছিলেন। ইহাতে ব্যাপক কাল গত হইল।——

ইতি মধ্যে চোলেমানের মরন হইলে বায়িদ্ তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তিনিই সুবাদারি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন এতৎ কালে চোলেমানের জামাতা হস্নো বাজিদকে সংহার [illegible] পি[illegible] এক সপ্তাহ সুবাদার ছিলেন [illegible] [illegible]রের সরদার আমির পুদি [illegible] থাকিল

দাঁওদ নবাব হইলে এ দুই ভ্রাতাকে খেতাব ও খেলাতেতে সম্ভ্রান্ত করিয়া কার্য্য প্রা[illegible] করাইলেন জ্যেষ্ঠ শ্রী হরিকে মহা রাজা বিক্রমা দিত্য খেতাব দিয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ মুক্ষ্য পাত্র কনিষ্ঠ জানকী বল্লভকে রাজা বসন্তরায় খেতাব দিয়া খানিসামানির দেওয়ান করিলেন। দুই ভ্রাতাকে দুই প্রবীন কার্য্য প্রাপ্ত করিয়া পরমাল্‌হ্লাদিত করিলেন। দাঁওদ সুবাদার হইয়া অতি ন্যায়েতে প্রজা লোকেরদের ন্যায় অন্যায় বিচার ও তাহারদের প্রতিপালন অনুষ্ঠা[illegible] তাপন বৈরি বিমর্দ্দন করনেতে সর্ব্বদে[illegible]

কুজ্ঞান ওদয় হইলে আপন মনে বিচার করিল।
সার্ব্বত্রে আমার সুখ্যাতি ও প্রজা লোক
ও চাকর ও সেনাগন সমস্তই অনুকূল এবং
দিল্লীশ্বর বাদসাহ আমার নিয়ম মতে কর ও
পেস্কাস দাখিল করনেতে তুষ্ট।
এখন আমার সামন্ত প্রচুর দিল্লিতে আমার
দেওনের আবশ্যক নাই ... এন তাহার

[illegible] আসিয়া
[illegible] হস্মাতে নিপাত করিয়া
[illegible] প্র রাজ্যতে সুবাদারি

তাঁহার নামে শিক্কা মারা যায় এবং তিনি
তক্তে বসেন আমি তাঁহার দাস মত এ
কি অসঙ্গত কার্য্য। তাঁহাকে আমি আর
... দিব না। থানাজাতে শৈন্য মুরচাবন্দি
...মজবুত করে আপন মল্লুকে কতৃত্ব করিব।

...ত আসন্ন কালে বিপরিত বুদ্ধি দাওদকে

তাঁহার সুখ্যাতি ...

...ুআ ও চাকর লোক ও ...
অল্প কএক বৎসর যায়। ...
দুষ্ট মতি পুবিষ্ট হইল আমি...
অন্তরে তাঁহাতে দুর্বুদ্ধি হইয়া...

করিল একুয়াই তিন লক্ষ। আমোয়ার লক্ষার্দ্ধ তবক্চি তোবচিন ইত্যাদি দেড়লক্ষ এই তিন লক্ষ সৈনার পতি এবং সহস্র ভাণ্ডারাবধি পরিপূর্ণ হৈল এবং মহন্ত সামন্ত সেনাপতি যুক্তে দুই দিগের থানায় সৈন্য পাঁচিয়া রাখিল অর্দ্ধ পশ্চিমে উত্তরে আর অর্দ্ধ দক্ষিণে এ দুই থানায় অতি সাবধান রূপে চৌকি রাখিল যে কোনক্রমে ভিন্ন সৈন্য দেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে।

এই বাদসাহি ও এই ধন ও এই মত্ত সৈন্যের বাহুল্যতা দেখিয়া দাঊদ বিষয় মদে মত্ত হইয়া অতিশয় অহংকৃত হইলে ভবানন্দ মজুমদার ভীত হইলেন বিবেচনা করিলেন দাঊদ অহংকৃত হইল অতএব ইহার বিরুদ্ধ দশার আরম্ভ। এই ইহার সৌভাগ্য অস্তের পূর্ব্ব কাল এখন আর ইহার নিকটবর্ত্তি সপরিবারে থাকা নহে।

আপনার ভ্রাতৃ সহিত মন্ত্রনা স্থির করিয়া মহা রাজাকে ডাকিয়া নিভৃতে কহিলেন। বাপুহে শ্রী হরি এ দিগে আইস এবং আমার পরামর্শ শুন ও পরিগ্রহ কর তাহা। এই যে দাউদকে দেখিতেছ এখন ইহাকে দুর্বুদ্ধি আক্রমন করিয়া দুর্বৃত্তি আচরন করাইলেক। রাজ্য গর্ব্ব ধন গর্ব্ব সৈন্য গর্ব্ব মদে ইহাকে মত্ত করিয়া অতি অহংকৃত করিয়াছে অতএব ইহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। অল্প কালে ইহার পতন হবে। দেখ দিল্লির বাদসাহ একবর যাহাকে হিন্দোস্থানে না মানে এমত লোক নাহি ইনি গড় চিতোর প্রভৃতি সমস্ত রাজাগনের মান্য তাহারা ইহার করতল। এ কোন বস্তু তাহার সন্মুখে। মুহুর্ত্তেকে ইহাকে নিপাত করিবে। এখন সপরিবারে ইহার নিকটবর্ত্তি থাকিলে সঙ্কটাপন্ন হইতে হবেক। আজি পর্য্যন্ত তোমারদের কর্তৃত্ব এ প্রদেশের উপর

আছে নিভৃতি রম্য স্থান অন্বেষন করিয়া সেই খানে ঘর দ্বারি করহ যে এ সময় তাহাতে সামান্য সবান্ধব বর্গের সহিৎ সপরিবারে থাকা যায় পরে কার্য্যের গতিক বুঝিয়া যে কর্ত্তব্য হয় করিতে পারিবা নতুবা ইহার পাপে সপরিবারে সমস্ত মজা যাবে।———

কুমারেরা দুই ভ্রাতা ও বৃদ্ধেরা তিন সহোদর এই পরামর্শ স্থৈর্য্য করিয়া দেশ দেশান্তরে লোক পাঠাইয়া নিভৃতি স্থান অন্বেষন করিতে২ দক্ষিন দেশে যশহর নামে এক স্থান বেওয়ারিস জমিদারি দক্ষিন সমুদ্র সান্নিধ্য চাঁদখাঁ মজন্দরির জমিদারি ছিল সে নিঃসন্তান মরিয়াছে অতএব তাহা বেওারিস স্থান কঠিন তটে গতায়াতের পথ নাই নদী নালা পরিপূর্ন ঘোর অরন্য স্থান জাগায় নানা প্রকার

হিংস্রক জন্তু ব্যাঘ্র ভালুক গণ্ডার মহিষ বাঁন্দোল সুকর ইত্যাদি হিংস্রক বন পশু। নদী পরিপূর্ণ বৃহতকায়, কুম্ভীর অতি ভয়ানক ও দুর্গম স্থান ঘোর জঙ্গল তাহার নাম বাদা বন।

সে স্থানের বৃত্তান্ত জানিলে তাহাই সকলের পছন্দ হইল সে স্থানে লোক পাঠাইয়া দরোবস্ত জঙ্গল কাটাইলেন ও নদী নালার উপর স্থানে পুলবন্দি করাইয়া রাস্তার নমুদ করিলেন পাঁচ ছয় ক্রোশ দীর্ঘ প্রস্থ এ মত দিব্য স্থান তৈয়ার হইল। তাহার মধ্যে স্থলে কোশাধিক চারিদিগে আয়াতন গড় কাটাইয়া পুরির আরম্ভ হইল সদর মফসলক্রমে তিন চারি বৎসরে এমারত সমস্ত তৈয়ার হইয়া দিব্য ব্যবস্থিত পুরি প্রস্তুত হইল। চতুঃপার্শ্বে গোলা গঞ্জ সহর বাজার নগর চাতর ও বাগ বাগিচা। এই মতে সে স্থান অতি শোভান্বিত দুই তিন বৎসরে স্থান তৈয়ার হইল। তৎপরে

ভবানন্দ মজুমদার আপনি মন্ত্রিগন সহিৎ সে স্থানে যাইয়া দেখিলেন দিলক্ষন রম্য স্থল তাহাতে স্থিতি করিতে তাহার মন পুকাশ হইল। আপনি তথায় অবস্থিতি করিয়া গৌড়ের বাটীর রত্ন ও আর২ সামুদায়িক দ্রব্য যে কিছু গৌড়ে ছিল ও সর্বান্বের বর্গ পরিজন লোক সরেখস্ত বৃহৎ২ নৌকা যোগে যশোহর আনয়ন করিয়া শুভলগ্নে পরিজন লোক সমেত গৃহ প্রবেশ করিলেন। শ্রী হরি ও জানকী বল্লভ ও শিবানন্দ কাননগো এই তিন ভিন্ন আর সমস্তেরি অবস্থিতি যশোহরে হইল ইহারা তিন ব্যক্তি গৌড়ে বাসা বাটীতে থাকনের ন্যায় থাকিলেন।

এই মতে পাঁচ সাত বৎসর গত হইল তৎপরে দিল্লির বাদসাহ একব্বর বাদসাহ মহা প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত তাহার কর্ণ গোচর

হইল যে গৌড়ের সুবাদার দাঙদ চির কাল। বধি নষ্টতা করিয়া কর দেয় না এবং যে কেহ এখান হইতে খাজানার তাকিদে যায় তাহাকে মারিয়া ফেলে কি কি করে তাহার অন্বেষণ পাওয়া যায় না সেনা অনেক জমা করিয়াছে দীন ভতোবিক বিচার করিয়াছে এখানে আর কর দায়ী না হইয়া আপনি সেই স্থানে বাদসাহি তক্ত গঠন করে ও শিক্কা নিজ নামে মারে এই প্রকার দুরাত্মা তাহাতে ঘটিয়াছে।——

ইহা শুনন মাত্রেই একবার বাদসাহ মহা ক্রোধে হুতাসনের ন্যায় দিপ্তিমান হইল সে সময় কাহারি সাধ্য তাহার সমুখে স্থির হয় হেন্দোস্থানে এ মত পরাক্রান্ত বাদসাহ কখন হয় নাই মতে ফরমান রাজা তোডরমল দুই লক্ষ ফৌজ সমেত দাঙদের নিপাতার্থে গৌড়ে তঁহি হইলেন।——

RARE BOOK
IMPERIAL LIBRARY
Imp-3755
Dt-19/8/09

মরয়ান এই। দাওদের শির ছেদন করিয়া ঝণ্ডার ওপরি ভাগে টাঙ্গাইয়া দিতে সহর ও বাজার দাওদের সমস্ত ঘরগারি লুট করিয়া দিল্লিতে দাখিল করিতে রাজা তোড়ল দুই লক্ষ সেনার ওপর সেনাপতি প্রবল পরাক্রমে হেন্দো স্থান হইতে বাহির হইয়া ক্রমে২ দুই মাসে বানারসের সরহদ্দে যে স্থানে দাওদের সেনার মুরচাবন্দি পৌছিলেন। এ সংবাদ পূর্ব্বে দাওদের ওকিল হেন্দোস্থান হইতে দাওদকে লিখিয়াছে তাহাতেই দাওদ আপনার দরোবস্ত সেনাগন উত্তর পশ্চিম ভাগে পাঠাইয়া স্থানে২ মুরচাবন্দি করিয়া সতত সাবধানে রহিয়াছে।

তোড়লমল গঙ্গার কিনারায় আসিয়া দেখিলেন পারান্তরে দাওদের সামন্তেরা দৃঢ় শূন্য পাতিয়া রহিয়াছে ইহারদের মজবুতি দেখিয়া সহসা কাহার পার হওনের সাহস হইল না অসাঙ্গিত্ব

ক্রমে কএক দিবস পরে আপনারা সর্জ্জ হইয়া খিনিং পার হইল ও পারের সান্নিধ্য হইতেইং তোবের গোলার চোটে লোক সমেত সমস্ত সেনা পারত্ত করিয়া দেয় ওপরে কেহ ওঠিতে পারে না। এইং রূপে বাদসাহি সৈন্য অনেক মারা গেল। তোডরমল এই সমস্ত দেখিয়া নিরোপায় ক্রমে বিমর্ষ হইয়া হজুর এল্লা কাইন কেওয়া পুরস্কারে আরতদাস্ত করিলে বাদসাহ মহা রোষান্বিত সেনাতে সাজনি ঘোষনা ডঙ্কা দিতে হুকুম করিলেন।

পাঁচ লক্ষ সামন্ত দিল্লি গেদ্দে ছিল সমস্ত আনয়ন করিয়া হুকুম হইল গৌড়ে চড়াই করিতে ও দাওদের শির ছেদন করিতে এই মতে সর্ব্ব সামন্ত হুকুমানুক্রমে মহাদম্ভে দম্ভয় মান হইয়া হুহুঙ্কার ধঙ্কার শব্দ করিয়া সর্জ্জ চারি দিগে নানা প্রকার শব্দ হইতে লাগিল হাঁং

শব্দে সোর হইতে লাগিল ও তত্রা তত্রে বন্দুক জয় ঢাক ইত্যাদি নানাবিধি বাদ্য বাজিতে লাগিল অতি ঘোর কল্লোল শব্দে ধর্ব্ব রোধি হওনের গৌতি এই রূপে সামন্তেরা সর্জ্জ মান হইয়া মহা দম্ভে গৌড়ে গতি করিল বাদসাহ ও আপনি শিকার খেলিবার মতে গৌড় মুখে রাহি হইলেন এথাতে দাওদের ওকিল হেন্দোস্থান হইতে দেখিল আর নিরাকরণ হইতে পারে না বাদসাহ আপনে রোহান্বিতে পুর সরঞ্জামে গৌড়ে গতি করিলেন বিবেচনা পূর্ব্বক বিহিত বচন হুকুম হবেক ———

এই খবরে দাওদ মূর্চ্ছিত হইয়া বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়কে ডাকিয়া নিভৃত বলিলেন তাহারদিগীকে এবার। আমার আর জয় হয় না না হয় আপনে দিল্লীশ্বর সমস্ত শৈন্য সমর্জ্জ মান হইয়া গৌড়ে রাহি হইয়াছেন অতএব

এখন আর কার সাধ্য পৃথিবীতে তাহার অগ্রভাগে ডাণ্ডাইয়া বরাবরি করিতে তাহার সহিৎ বুঝি আমার এই শেষ দসা নতুবা এমত কুবুদ্ধি আমাকে ঘটিত না আমি পতুর্গি কমর বন্দিকরি সিংহের সাতে যাহা হওক সমস্তই সময়ানুযায়ি।——

এখন তাহার আর ওপায় নাই আমার আর সেনাপতি ও সামন্ত যে কিছু আর২ স্থানে আছে সমস্তই ওত্তর পশ্চিমের থানা। আতে পাঠাও তোমরা দুই ভাই আমার সাতে থাকহ আমরা পাছে থাকিয়া সৈন্যের রসদ যোগাহি এবং রাজ্যের রক্ষা করি আমার যে কিছু ধন সম্পত্য গৌড়ে আছে তাহা সমস্ত একাদিক্রমে তোমারদের যশহরে চালান করহ পশ্চাৎ আনা যাবেক। এই দুই ভ্রাতা দাঙদের নিতান্ত বিশ্বাষ পাত্র বাদসাহের যত্তেক ধন স্বর্ণ রূপা তামা

পিতল কাঁসা সমস্ত বাক্স দ্রব্য ও আর২ যে কিছু ছিল এবং পুরিনং সকল এবং তাঁহার আর২ সমস্ত চাকরেরদের যাবদীয় ধন এবং সহর বাসী লোকের ধান্য চাল অবধি যাবদীয় সামিগ্রি ইত্যাদি লোকের পুরাতন পরিস্কার পর্য্যন্ত লুট যাওনের জন্য সুযুক্ত সামুদ্রিক বস্তু দুই ভ্রাতার স্থানে গচ্ছিত হইল ইহারা সহস্রাবধিং বৃহতং নৌকায় সামিগ্রি বোঝাইয়া যশহরে চালান করিলেন গৌড় পুরায় ধন হীন সহর হইয়া রহিল।——

বাদসাহ সর্ব্ব সমেত আগমন করিয়া ঢাকা পর্য্যন্ত পৌছিলে কিছু কাল সেই খানে স্থগিত হইয়া নদ্দর অগ্রভাগে ঠাঁই করিয়া আপনি সেই স্থানে তিষ্ঠিলেন। সেই কালে দুর্গের কেল্লা রচনা যাহা অদ্যাপিও আছে

এদিগে প্রায় বৎসরাবধি গত হইল বাদসাহি লস্কর পার হওনের সাধিত্য পায় না ।——

ইতি মধ্যে দেখ দৈবের ঘটনা দেবতার ইচ্ছা ক্রমে এক রাত্রি দাঊদের লস্করে আত্ম বিরোধ উপস্থিত হইয়া আপনা আপনি হইল মহা মারির আরম্ভ চৌকিরদিগে তাহার মনযোগ রহিল না। এই অপকাশে ক্রমে বাদসাহি সৈন্য সমস্তই এক কালিন পার হইয়া মহা মারিতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল দাঊদের সেনার দিগকে তাহারা পাছিল দিল আচানক মারি পড়নেতে অনেকং মারা গেল বক্রিরা আপনং সরঞ্জাম ফেলাইয়া কোন দিগে পলায়ন করিল ভয়াকুল শিবাগনের মত তাহার ঠেকানা থাকিল না ।——

তখন গৌড়ের কর্ত্তা সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন

যে বাদসাহি সামন্ত ওহার মুরচা ভঙ্গ করিয়া পার হইল আসিয়া তখন দাঔদের অন্তঃকরণ যহা হতাসযুক্ত দেখেন আর ওপায় নাই।—

দুই ভ্রাতাকে ডাকিয়া কহিলেন ভাইরে আর কি করিতে পারি এখন নিরোপায় পরে যাহা হওক এই স্থানে আমরা কি করিব। আর কিছু সাধ্যতা দেখি না। আমার বল ও বুদ্ধি তোমরা দুই ভাই তোমরা এদিগে ওদিগে গুপ্ত রহ যদিত পশ্চাত কোন ওপায় করিতে পারিবা যাবৎ শ্বাস তাবৎ আস বাদসাহ এখানে আসিবেন যদি কাহাক দ্বারায় সত্যেষ্ঠিত হইয়া কিছু পুতুলের ওপায় করিতে পারহ আমার কহনাধিক।————

সম্প্রতি আমি সপরিবারে রাজমহলের পর্ব্বতের ওপরে আরোহন করি যাইয়া। আমার তত্ব তল্লাস করিও তোমারদের সংবাদ

পাইলে ফের নাহিব নতুবা এই পর্য্যন্ত দেখা আর দেখা হয় বা না হয় প্রিয়তম বান্ধবেরা বিদায় হই। এই সকল কহিতেং গৌড়াধিপ দাউদ রোদন করিয়া ব্যাকুল হইলে দুই ভ্রাতা বন্ধু বিচ্ছেদ শোকে শোকাবৃত হইয়া ক্রন্দন করিতেং ভূমি তলে পতন হইলেন পরে দাউদ দুই ভ্রাতাকে সান্ত্বনা করিয়া কিঞ্চিত ধন ও যোদ্ধা সামিগ্রি বংসরাবধি সপরিবারে খাইয়া বাঁচনের উপযুক্ত সাতে করিয়া লইয়া সকলে পর্ব্বতে আরোহন করিলে এ দুই ভ্রাতা বৈরাগি বেশ হইয়া কিছু কাল বরিন্দ্র ভূমিতে যাত্রা করিলেন।

এথায় বাদসাহি লস্কর সেনাপতি রাজা তোডলমল ও রাজা ওমরাও সিংহ এই দুই সেনাপতি সর্ব্ব সৈন্য লইয়া দাউদের থানা স্থানায় রক্ষিত হইয়া বেগি গতি লুটিল্যাদ

ফিরিতে সর্ব্বত্র জয়ী হইয়া রাজ মহলের কেল্লাতে দাখিল হইলেন।——

সেল্তান তদনুরূপ হইলে পর গৌড়ের সহর লুট সুবত্ত সহর বা[illegible] নগর চাতর পল্যাপল্লি সমস্ত লুট করিয়া [illegible]র মধ্যে দুবিয়ো হইয়া দেখিলেন খাজানার মধ্যে মালিক হীন কিঞ্চিত দ্রব্য মাত্র কেল্লার মধ্যে নাই কেবল কেল্লা মাত্র শুন্যাকার দাঙ্গা [illegible] আমাত্যগিনের আহার দেখা পাই[illegible] সুবা জাতের কাগিজাত ও কিছু [illegible] তাহাতে এ তিন সুবার ওসুল তহসিল সুমার তপশিল ওয়াকিফ হইলেন ইহাতে দুই জনাই অতি বিমর্ষ হইলেন।——

দিবস দুই তিন এখানে বিশ্রাম করিয়া পুনরায় রাজমহল গতি করিলেন এই মতে

কএক দিবস সেখানে উঠিয়া রাজমহল ও গৌড় ও তাহার আসপাশ চৌদিগের সমস্ত পরগনায় ঢেঁড়ি দিলেন এই কথা।——

বাদসাহ [illegible] তার রাজাগনের এই করার। ছাড়িং পা[illegible]জে। যদি তাহার সরদার চাকর লোকেরা কেহ যাহারা এ শুবাজাতের বিষয়ের জত নিরষ্টাবৃত্তি থাকে তবে তিনি রাজা [illegible] আসিয়া রাজাগনের সহিৎ সাখ্যাত [illegible]ন শুবার বিবরন ও জানাইলে [illegible] ভাগ্যের ওদয় হবেক সাবেক বন্দোবস্তের চাকরি বহাল থাকিবে আর যাহাৎ তাহার দরকার দরখাস্ত মতে মনজুর হবেক। রাজারা বলিতেছেন তাহারদিগকে নষ্ট করিব না তাহারদের বহুতর ভাল করিব হৃদ্দাচিত্ত তাঁহারদের কোন ভয় নাই এই আমার দের সত্য অঙ্গিকার।——

এই মতে চেষ্টি দিতেং ইহারা দুই ভ্রাতা অনুসন্ধান পাইয়া গুপ্তে রাজমহলে পৌঁছিয়া অমুষ্ঠ গুকিল পাঠাইলেন। রাজাগিনেরা গুকিলের স্থানে বিবরন জ্ঞাত হইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে ইনাম একরাম দিয়া পুরুস্কৃত করিলে কহিলেন তুমি যাও তাহার দিগকে জান যাইয়া তাহারা হিন্দু লোক আমরাও সেই এক বর্ণ। তুমি বল যাইয়া আমারদের করার এই তাহারাদের হিংসা কোন ক্রমে হইতে পারিবেক না কিন্তু যথেষ্ট আনুগীত ও সম্ভ্রমের বাহুল্য যেমত তাহারা দাঙাদের নিকট ছিল আমারদের কাছে ও তত্তাধিক হবেক এই আমারদের নিতান্ত নিয়ম জানিও। এবং রাজারা তন্মতে পাত্তি ও লিখিলেন তাহারদিগকে।———

ইহাতে দুই ভ্রাতা খাতিরজমা হইয়া গেল

রাজারদের সহিৎ ও নজর দিয়া সাক্ষাত করিলে তাহারা বিস্তর সন্মান করিল দুই ভ্রাতাকে খেলাত দিয়া খাতিরদারিতে সে দিবস বাসায় বিদায় করিল তাহারদিগকে ।——

পর দিবসে বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল। মাণ্ডব কোথায় তোমরা জান। ইহারা বলিলেন না মহারাজ আমরা নিতান্ত বলিতে পারি না কোথায় গিয়াছেন শুনিয়াছি রাজমহলের পর্বতে আরোহন করিয়াছেন এতাবন্মাত্র ইহা ব্যতিরেক আমরা আর কিছু বলিতে পারি না ।——

কাগজ পত্রের সন্ধান তোমরা কিছু জান কি না। ইহারা বলিলেক হাঁ মহারাজ তাহা জানি সে সমস্ত আমারদের এক্তিয়ারে। তিন শুমার কাগজ পুথক্ আমারদের কাছে আছে এবং এ বিষয় আমরা সমস্তই জ্ঞাত

সমস্ত আমরা প্রকাশ করিব আগে জমীদারদের অধিকার প্রত্যক্ষ করুন রাজারা যদিস্য তোমারদের দরখাস্ত দাখিল করিলে তদনুযায়ি হইতে পারিবে। ইহারদের দরখাস্ত বহাল নাই।———

বর্দ্ধমান ঘণাহরের পশ্চিম ভাগে গঙ্গা নদী তাহার পূর্ব্ব তীর ও ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম কিনারা এই বৃহত রাজ্য আমারদের অধিকার এবং যাবৎ আপনারা এ রাজ্যে থাকেন এ কার্য্যের অধ্যক্ষতা আমারদিগের থাকে এবং কামনাপদ দপ্তর মাফিক বদস্তুর আমারদের পূর্ব্ব মহাশয়ের।———

রাজারা যে দরখাস্ত করুন এরিয়ার জমিদারির দরমান পাট হইতে আনাইয়া দিলেন কার্য্যের সুবাশিকা উহারদিগেরই

করিয়া মহালের বন্দোবস্ত পূর্ব্বক সর্ব্ব সমেত গৌড়ে প্রস্থান করিলেন মহালের বন্দোবস্ত সমাপ্ত হইলে রাজা বসন্তরায়কে পূর্ব্ব দেশের রাজা পতি করিয়া মহা রাজা বসন্তরায় খেতাব দিয়া অতি সম্ভ্রান্ত করিয়া যশোহরে বিদায় করাইলেন মহা রাজা বিক্রমাদিত্য ও শিবানন্দ কানুনগো গৌড়ে থাকিয়া মহালের বন্দোবস্তের প্রবৃত্ত হইলেন ।——

এ কালে দাউদের যাইবার মুরাদমযে তাহার মাসুমখাঁ খানসামা পর্ব্বত হইতে নামিয়া যাদো সামগ্রি জয় করিতে রাজমহলে আসিয়া ছিল । সে বহিয়া আরম্ভ করিল বাদসাহের প্রেরিত রাজারা আপনকার অন্যেষন বিস্তর২ করিয়া অনুসন্ধান না পাইলে আপনকার প্রতিষ্ঠিত রাজাকে সাহেব বসন্তের মহলের স্বার্থ্যে ঠিক করিয়াছে আপনাকে

পাইলে ওহারদিগকে এমত করিত না। এক্ষনে ও যদি আপনি যাইয়া তাহারদের সহিৎ সাখ্যাত করেন তবে বুঝি আপনকার বর করারি হইতে পারে।———

দাওদ কহিলেন এমত নহে তাহা হইলে অবশ্য বিক্রমাদিত্য আমাকে খবর দিত। চাকর বলে সে পুর্ব্বান এমতেই ওচিত বটে কিন্তু এক্ষন সটের কাল পড়িয়াছে তাহাতে তাহারা হিন্দু লোক অতি নষ্ট স্বভাব নিজে কর্ত্তৃত্ব চার পাইলে এক্ষন কার সহিৎ আর বিষয় কি। এক্ষনে ও যদি আপনি ওহারদের তথায় গতি করেন আমি বুঝি আপনাকে ওহারা ত্যাগ করে না অবশ্য আপনাকে পদার্পন করে আমি এই গুল গুজা শুনিলাম সহরের মধ্যে। দাওদ বলিলেন তুই পুনর্ব্বার নিচে যাইয়া কাহার দ্বারায় সাম্বল লইয়া দেখ কিছু ওপগার দর্শে

কি না তুই পুনর্ব্বার শুভ সংবাদ দিলে আমি যাইয়া দেখা করিব বাদসাহী রাজকার্যের সহিত ।———

দ্বিতীয় বার মাস্তুমখাঁ যাইয়া মিলন করিল ওমরাও সিংহের চাকরের সহিত এবং তাহার দ্বারায় সিংহ রাজার কাছে এ কথার আলোচন হইল। তপ্তে ওমরাও গৌড় হইতে রাজমহলে ওতরিয়া মাস্তুমখাঁকে বড়ই একটা দেলাসা করিল এবং বক্সিস ও সিরপা দিয়া কহিল তাহাকে তুই দাউদকে আন যাইয়া কিঞ্চিত মাত্র গৌন করিস না শীঘ্র আনিস তবে আমি পুনর্ব্বার খুব ইনাম দিব তোকে এবং তাহার বড় কার্য্য হবেক ।———

নির্ব্বোধি মাস্তুমখাঁ হর্ষ মনে ফের পর্ব্বতে গত করিয়া নিবেদন করিল সমস্ত বিবরণ

দাঁউদের ঠাঁই ইহাতে দাঁউদের নিজ ও নিযুক্ত পুরুক লিডে আইমনের আঁকিঞ্চন যথেষ্ঠ হইল। ক করে। তাঁরা কি। নিয়তঃ কেন বাধ্যতে। বেগম এ বিষয় জ্ঞাত হইলে পুটাঞ্জুলি করিয়া নিবেদন করিলেন নবাবের গোঁচরে নবাব সাহেব সহসা এমত করিবেন না সহসা কর্ম্মেতে ব্যাঘাত আছে। বিক্রমাদিত্য আপন কার অতি বিশ্বাস পাত্র যদ্যপিস্যাৎ এ মত রচনা গড়না হইত তবে কি সে লোক না পাঠাইয়া রহিত। এ মত কদাচিত নহে। সে অবশ্য লোক পাঠাইত নতুবা আপনারা অনেক এখানে আসিত। আপনি এ মূর্খ চাকরের কথায় আস্থা করিবেন না এ মূর্খ লোক এ কি বুঝে। ইহার কথা শ্রবণ করিবে না।————

দাঁওদ বেএক্তিয়ার। আমার নিতান্ত মন টানিয়াছে নিচে গেলে আমার পুতুল হবেক

তাহার সন্দেহ নাই। বেগম মানা করিল। দাওদের আসন্ন কালক্রমে তাহা আমলে আনিল না বেগম স্ত্রী লোক কি করিতে পারে অদৃষ্ট মানিয়া বিলাপ করিয়া ঘরেতে রোদন করিতেং সর্ব্ব সমেত দাওদের পশ্চাত বর্ত্তি হইয়া নামিল পর্ব্বত হইতে। মাশুমখাঁ যহিয়া ওমরাওকে জ্ঞাত করিলে ইওমরাও আপন তরফের লোক পাঠাইয়া দাওদকে আক্রমন করিলে সেইক্ষনেই তাহার মস্তক ছেদন করিয়া মুণ্ড কল্লার ওপরি ভাগে টাঙ্গাইয়া দিল এবং তয়ৎকার ঘুনি দিয়া ঢেঁড়ি মারিল সমস্ত সহরেং।

দাওদের এ দুর্গতি দেখিয়া পরিবার লোক যাহারাং সাতে ছিল ভিন্ন ভিন্ন হইয়া কে কোথায় গতি করিল তাহার ঠেকানা থাকিল না বেগম বিসন্ন বদনা খিন্না মানা অতি কাতরা হইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন।—

চিত্রের পুথলির ন্যায় দুই চক্ষু অশ্রু পূর্ন শোকেতে কাতরা হইয়া ধরনি তলে পড়িয়া গড়া গড়ি দিয়া [illegible] করিতেছেন। শান্তনা করে এমত কেহ নাই হাথাং করিয়া বহু বিধি বিলাপিয়ে ক্রন্দন করিতেছেন কি করিব। কোথা যাব। কি হবে উপায়। এই মতে ভুমিতে পড়িয়া বেগম বিলাপ করে। বেগমের বিলাপেতে যাবদীয় লোক হায়২ রবে রোদন করিতে লাগিল। ওমরায়ের কঠিনান্তঃকরন কোমল হইল জলং আক্ষিতে রোদন করিলেন।——

কার্য্যান্তরে সেই দিবস বিক্রমাদিত্য ও রাজ মহলে আগমন করিয়া ছিলেন এই কালে তিনি ও সেই স্থানে উপস্থিত মহা শোকাবৃত হইয়া তিনি ও অতিশয় শোকাকুল নিরোপায় কি করিতে পারেন ওমরায়ের স্থান হইতে কাটামুন্ড লইয়া অন্যং লোক দিয়া কবরে দেওয়াইলেন

দাঁওদের শরীর ওমরাও জিংহ বাদসাহের ফরমান মত বেগমদিগের আর২ স্ত্রী লোকের দিগিকে পিঞ্জরায় কন্দ[illegible]য়া দাঁওদের মুণ্ড সমেত দাগে চালান করিলেন।

পরে অল্প কএক মাস স্থিতি করিয়া মহা রাজা বিক্রমাদিত্য সুবাজাতের সমস্ত কাগজ মজোরদিগকে জ্ঞাত করিয়া বিদায়ের প্রার্থনায় মান হইলেন কহিলেন। আজ্ঞা হয় মুত্সু মহাশয় দপ্তর লইয়া হাজির থাকেন আমি এচাকরি আর করিব না দাঁওদ আমার নিতান্ত দয়া যুক্ত মনিব ছিলেন তাহার রাজ্যে আমার কর্তৃত্ব করিয়া কার্য্য করা অকর্তব্য। এখন আমি প্রার্থনা করি আপনারদিগকে বিদায় করুন আমাকে আপনি দয়া করিয়া যে রাজ্য দিয়াছেন আমাকে সেই যথেষ্ট এ গরিবের আর আবশ্যক নাই তবে যদি দয়া এ গরিবের

সুতি থাকে আমার এই এক নিবেদন পূর্ব্ব
দেশের নবাব মনজুর আমার হয় এই আমার
দরখাস্ত। সুতরা মহাশয় এখানকার কার্য্য
করেন যাবৎ আপনারা আছেন এঅঞ্চলে।

রাজারা বিক্রমাদিত্যের দরখাস্ত মনজুর
করিয়া দিল্লী হইতে ফরমান আনাইয়া দিলেন
এবং তাহাকে আর বিস্তর২ অর্থ বিত্ত দিয়া
হরিষ মনে বিদায় করিলেন যশহরে বিক্রমা
দিত্য বিদায় হইয়া বক্রি যে কিছু দ্রব্য গৌড়ে
ছিল বেশ মুল্য পুস্তক ইত্যাদি সমস্তই নৌকায়
বোঝাই করিয়া প্রস্থান করিলেন যশহরে কএক
দিবস পরে শুভক্ষণে মাহেন্দ্র যোগে যশহরে
উপস্থিত হইলেন ঘাটে পৌছিয়াই তম্বুরা ও
বাদকেরা বাদ্যধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত হইল ও
তবকিরা আওয়াজের দেহড় নানান প্রকার ওল্লাষ

হইতে লাগিল। এই সব শুনিতে সহর চমকিত হইয়া রাজপুরে সংবাদ পৌছিলে সকলেই প্রফুল্ল হইল পরে রাজা বসন্তরায় ঠাকুর সমস্ত মন্ত্রীগন সমুদায় সৈন্য ঘাটে আসিয়া মহা রাজাকে চতুর্দ্দোলে আরোহন করাইয়া গতি করাইলেন। পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্রে নানান প্রকার উল্লাষের আরম্ভ হইল।

কাঙ্গালি লোকেরদিগকে সেই সপ্তায় লক্ষ টঙ্কা বিতরন করিলেন এবং সর্ব্বত্রের দেবালয়েতে দান যজ্ঞ পূজা ইত্যাদির অনুষ্ঠের আরম্ভ লক্ষ ব্রাহ্মন ভোজন দশ দিনের মধ্যে পারি এই মতে মহা মহোৎসবে রাজা নিশ্চিন্তা বসত বাস করিতেছেন রাজ কর্ম্মের ও আর২ সকল কার্য্যের অধ্যক্ষ রাজা বসন্তরায় আপনারদের যাদপুজারি দিল্লিতে সদর উকিল সে স্থানে উকিল লোক পাঠাইলেন।——

বিক্রমাদিত্য বড়ো খুসি হইলেন মহারাজা অভিপ্রায় মত সুবাদ্ধ বিদিত পুর্ণায় হল যাইনে তাহার পুষ্টিত শাস্ত্র মতি অনুমতি ভঙ্গি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় জানিলায় অনুমতি পুতা লোক এই মত পরমানন্দে স্থান আসন করিয়াছেন।

এক সময় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহা রাজা বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি করিয়া নিবেদন করিতেছেন ঠাকুর দাদা মহাশয় অবধান করুন আমরা এখানে সর্ব বিষয়েতেই সুখি হইয়াছি কিন্তু এক দুঃখ স্বদেশী নিকটবর্তি কেহ নাই আমার ইচ্ছা বাঙ্গালা ও আর সর্ব স্থানে আপনকারদের স্বদেশী লোক সকলকারদের আনয়ন করিতে তাহারদের বসত বাস নির্বাহ নিমিত্ত করলেন সহিত্য করিয়া দিলে এ ও এক দিনের সমাধি হবেক যদি অনুমতি হয় তবে আজ্ঞা করিলে আমি তাহাতে প্রবৃত্ত হই।

বিক্রমাদিত্য আজ্ঞা করিলেন এ উত্তম পরামর্শ করিয়াছ ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য নতুবা রাজ্যের সুখ কিছু হইতেছে না সচ্চরিত্র বিবেচক প্রিয়বাদী লোক সকল স্থানেং পাঠাও তাহারা যাইয়া আমারদের স্বদেশী লোকেরদিগকে আদর পূর্ব্বক সপরিবারে আনয়ন করিয়া তাহারদিগের নির্ব্বাহ নিমিত্তের সামগ্রী এবং পূর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্মের সহিত পুনঃ স্থাপিত করিয়া দেহ এবং এ বিধি প্রকার মতে বাণিজ্যানুক্রমে করিলে তাহারদের আহার যাহাং আবশ্যক তাহা দেহ তাহারদের কারণ ইহাতে আমার রাজ্য আবাদ। ——

অতএব রাজা বসন্তরায় প্রিয়বাদী সচ্চরিত্র সরকারং করেন পুর্ব্বানং লোকেরদিগকে বাঙ্গলা দিগের স্থানে নৌকা লোক অর্থ দিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি পাঠাইলেন তাহারা যাইয়া

কার্য্যের প্রতুল করিল আপনারা সেইং স্থানে উঠিয়া বংশজ কায়স্তের দিগিকে আদর পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া সপরিবারে নৌকা যোগে যশহরে পাঠাইতে প্রবর্ত্ত হইল ইহারা এখানে পৌছিলে আপনি রাজা বসন্তরায় সচেষ্ট যত্নে ব্রাহ্মনীরদিগিকে পাঠাইয়া বংশজ কায়স্তের পরিজন লোকেরদিগিকে সাম্প্রদায়িক লোককে পৃথকং বস্ত্র অলঙ্কারে পরিচ্ছদান্বিত করাইয়া রম্য স্থানে বাসা ও খাদ্য সামিগ্রি প্রচুর যত্নে দিয়া পরম সুখে রাখিতেছেন।——

কিছু কাল পশ্চাতে আপনারদের অধিকারের সান্নিধ্য গ্রাম ও পরগানায়ং গতায়াত করিয়া দেখেন যে স্থানে তাঁহারদের মনঃপ্রকাশ হয় সেই স্থানে তাহারদের ইপ্পুরী নির্ম্মান করিয়া দেন এবং ভরন পোষন উপযুক্ত ভূমি মহত্রান দিয়া

সৌহারে তাহারদিগকে স্থিতি করিয়া দেন। এই মত অনেকং বর্ত্তি কায়স্থ পূর্ব্ব দেশ ত্যাগ করিয়া যশহরে আসিয়া সস্থিত হইলেন।——

ব্রাহ্মণ শ্রেণী ও আরং কায়স্থগিন ও আনয়ন করিলেন তাহা অবধি হালিসহর পর্য্যন্ত এইং সমস্ত স্থানেং ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য নানা উত্তম বর্ণের বসতি হইল যাহা রাজা বিক্রমাদিত্য সমাজ পতি যশহর মহা সমাজ হইল এ মত সমাজ আর বাঙ্গালায় যথন ছিল না এ সমস্ত লোকের প্রধানং বিজ্ঞান সমস্ত রাজ সভায় সভ্যায় রূপে থাকিতেন কেহং বা আপন বাটীতে থাকিতেন।——

মহা রাজা এইং সমস্ত গ্রামেং চৌবাড়ী ও পাঠশালা ও মকতব খানা ও আরং বিদ্যা অভ্যাসের স্থান নির্ম্মাণ করিয়া ও উপযুক্ত পণ্ডি

পঙ রাখিয়া ও আর২ লোকেরদিগিকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন এ সব লোকেরদের বালকেরদের বিদ্যা অভ্যাসের কারন এই মতে সমস্ত মুর্খ লোক বিদ্যান্ত হইবেক সর্বাধ্যক্ষ রাজা বিক্রমাদিত্য এ সমস্ত লোকেরদিগিকে আপনার হাত হাতভোগী পরিতোষ করিয়া পরম সুখে প্রতিপালন করেন ইহারদের পরিজন লোকের ভরন পোষনার্থের মত পত্র গ্রাম২ তত উল্লাস করিয়া দেন যে কোন ক্রমে কেহ দুঃখ না পায় ।———

তিআহিকারের মধ্যে পরগনা পরগনায় উত্তম স্থানে দেবালয়ের স্থাপনা করিয়া অতীত অভ্যাগত লোকেরদের ও ওত্তরনের স্থান ও তাহারদের সিধা দেওনের ভান্ডারা ও কার্যাদি লোককে মাসে২ মাহারাত দেওনের উপযুক্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন ইচ্ছা যে কোন ক্রমে

কাঙ্গালি লোক দুঃখ না পায় এই উপায়ক
করিতেছেন। ———

মহা রাজার সন্তান কিছুই হয় না ইহাতে সকলেই কোষ্ঠিতে নানা প্রকার দৈব ক্রিয়া করেন পরে পুত্র কাম্য যজ্ঞ করিলে মহা রাজার সন্তান হওনের উপক্রম হইল মহা রাণীর অন্তঃস্বত্তা ইহাতে সকলেরি মন প্রফুল্ল। ক্রমে মাস পূর্ণ হইলে মহারাণীর প্রসব সময় জ্যোতিষিং লোকের ঘড়ি দ্বারায় সময় নিরূপণ রহিলেন। বালক ভূমিষ্ঠ হওনের সময় নিরূপণে ছিলেন এ কালে রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হইলেন অতি সুন্দর বালক ইহাতে সকলেই আনন্দিত ও উৎসাহ বাদ্য নৌবৎ খানায় ঘণ্টা ঘরে ঘণ্টা আর২ কত কি আপনারদের জন্মেতে দিবা রাত্রি বাদ্যোদ্যম করিতেছে এবং কাঙ্গাল দুঃখি লোকেরদিগকে

পরিতোষক্রমে খাদ্য সামিগ্রি তৈল তাম্বুল বস্ত্র পরিচ্ছদ দিতেছেন এবং পরগনা পরগনায় ও এই মত খয়রাত এক মাস পর্য্যন্ত। রাজপুরে ও পরগনা পরগনায় এই মত২ ওল্লাস আর২ রাজ কার্য্য প্রভৃতি সমস্ত বন্ধ কেবল খাও লও দেও এই মাত্র শব্দ চতুর্দ্দিগে মহা রাজার কুমার হইল। ইহাতে অপারন সাধারন দয়াবন্ত লোকেরি আনন্দ। ——

পরে জ্যোতিষিক জ্যোতিষের বহুবিধ গ্রন্থ লইয়া সভাস্থ হইলে লগ্ন নিরূপন করিয়া কুমার বাহাদুরের কোষ্ঠী স্থির করিলেন। তাহার ফলশ্রুতি এই হইল। সর্ব্ব বিষয়েতেই ওত্তম কিন্তু পিতৃ দ্রোহী। মহা রাজা ইহাতে হরিষ বিষাদ হইলেন কুমারের স্তুতি পালন যথেষ্ঠ মতেতে করিলেন সময়ক্রমে

মহা ঘটা করিয়া অন্ন প্রাশন করিলেন নাম রাখিলেন রাজা প্রতাপাদিত্য পরে২ কুমারের বৃদ্ধি হইতে লাগিল চন্দ্র কলার ন্যায় অতিশয় রূপবান কুমার রাজা বসন্তরায়ের অতি প্রীত কুমারের প্রতি। কতক কাল পরে কুমারের পঞ্চম বর্ষ বয়ক্রমে বিদ্যা অভ্যাস করনের আরম্ভ হইল দশ বারো বৎসরের সময় সর্ব্ব বিদ্যাতেই বিশারদ লেখা পড়া বিদ্যাতে প্রকৃত পণ্ডিত আরবি পারসি নাগরি বাঙ্গলা সংস্কৃত ইত্যাদি যাবৎ বিদ্যাতেই তৎপর।

মহা রূপবান সর্ব্বগুণেতেই তৎপর বলবান সদানন্দ সচ্চরিত্র সদাচারী পণ্ডিত সংকবি তুম্বুরু গায়ক বাদ্য ক্রিয়াতে তালজ্ঞ সুভাষী সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় অস্ত্র বিদ্যাতে ও তৎপর বাহু যুদ্ধে মহামল্ল তিরান্দাজী ও বরকন্দাজী ও তলোয়ার

বাজী শুলপি ও নেজা ও বর্সি এ সর্ব্বতেই অতি পারক যোগ ক্রিয়াতে মহা যোগী মহা তপী মহা ধণী একাসনে নব রাত্রি আসন করিত বহু প্রকারে সাধিন ভজন করিত। পূর্ন তপস্বী। ইষ্ঠ দেবতা সদয় ও সুপ্রসন্ন। কালী কন্যা ভাবে তাহার গৃহে অবস্থিতি করিলেন পুনর্ব্বার বিদস্থার সময় তাঁহারি বৈলক্ষন্য হইল দক্ষিন বাহিনী পশ্চিম বাহিনী হইলেন এই মত প্রকাশমান গর্ব তাহার ঠেকানা অদ্যাপি ও আছে দক্ষিন দিগে ঐাঁনের বেদি প্রস্তুত আছে। রাজার সময়েতে রাজা সর্ব্ব মত প্রকারেই এ প্রদেশের শ্রেষ্ঠ ছিল।

পরে তাহার বিবাহ দিলেন। যখন বারো তের বৎসর বয়ক্রম তখন প্রতাপাদিত্য সমুহ প্রতাপান্বিত ইহার বল পরাক্রম দেখিয়া মহারাজার শঙ্কা হইল মনে বিচার করিলেন আমার পরে

এ মহা অসুর জন্মিল ইহা হইতে আমারদের সর্ব্বনাশ হবেক ইহার আর সন্দেহ নাই। কি ওপায় করিব। এই ভাবনা করিতেছেন।

দৈবসংযে দেখ এক দিবস মহারাজা স্নান করিয়া সিংহাসনের ওপর গাত্র মোচন করিতে ছিলেন। একটা চিল্ল পক্ষি তিরেতে বিদ্ধিত হইয়া শূন্য হইতে মহা রাজার সন্মুখে পড়িল অকস্মাৎ ইহাতে রাজা প্রথমত তটস্থ হইয়া চমকিৎ ছিলেন পশ্চাত জানিলেন তিরে বিদ্ধিত চিল্ল পক্ষি। লোকেরদিগিকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ চিল্লকে কেটা তির মারিয়াছে। তাহারা তত্ত করিয়া কহিল মহা রাজা কুমার বাহাদুর তির মারিয়াছেন এ চিল্লকে। তাহাকে সেই স্থানে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন পুত্র তুমি এ চিল্লকে তির মারিলা শিকার করিলে রাজা বসন্তরায়কেও ঐখানে ডাকাইয়া সে চিল্ল

দেখাইলেন এবং কহিলেন তোমার ভ্রাতষ্পুত্র ইহা মারিয়াছেন। শ্রবণ করিয়া রাজা বসন্ত রায় কুমার বাহাদুরের মুখ চুম্বন করিয়া পরম্যা দরে সম্মান করিলেন তাহাকে এবং ব্যাখ্যা করিয়া মহা রাজার নিকট নিবেদন করিলেন মহা রাজা কুমার বাহাদুর সর্ব্ব বিদ্যাতেই নিপুন ইহার তুল্য গুনজ্ঞ বালক আমি দেখি নাই। এ আশ্চর্য্য ক্ষমতা পত্র ইহার অনেক দৈবশক্তি দেবতা ইহাকে প্রসন্ন। এইং মতে প্রসংশা করিতে ছিলেন।

কিঞ্চিত পরে মহা রাজা বালক আপন স্থানে বিদায় করিয়া দিলে ভ্রাতা বসন্তরায়কে সাতে করিয়া পুত্রার অট্টালিকায় নিভৃতি স্থানে গতি করিলেন এবং কহিলেন তাহাকে এই যে আমার বালক ইহাকে তুমি কি জ্ঞান করহ। তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন মহা রাজাইহার লক্ষনা

লক্ষণে বুঝা যায় এ অতি উন্নত হবেক দৈব জ্ঞা ইহার অধিক জানা যায়। এক্ষটা অতি বড় মানুষ হবেক। মহা রাজা কহিলেন সে গুমান হইতে পারে। আমিও বুঝিতে পারি তাহা ভাবিয়া ইহাকে ছোট জ্ঞান করিবা না। এ আমার বংশে মহা অসুর অবতার হইয়াছে ইহার কোষ্ঠীতে বলে এ পিতৃদ্রোহী হবেক। তাহা আমাকে কি মারিবেন। আমার দায় আখের হইয়া আইল কিন্তু আমার নাম ইহা হইতে লোপ হবেক তোমার সংহার কর্ত্তা এ হবেক ইহার আর সন্দেহ করিও না অতএব আমি বলি এখন সাবধান হও ইহাকে মারিয়া ফেলিলে সকলের আনন্দ যায় এ কথা অন্য জ্ঞান করিবা না এই মত কর নতুবা ইহার ক্রিয়াতে পশ্চাৎ যথেষ্ট নিরামোদ হইবে।—

রাজা বসন্তরায় ইহা শ্রবণ করিয়া শোকেতে

তাপিত হইয়া দুই চক্ষু আরক্তিমাতে বদ্যমান হইয়া পুটাঞ্জলি কপেতে নিবেদন করিতেছেন মহা রাজা এ কি আজ্ঞা করেন মহাশয়ের কুমার তাঁহাতে অতিশয় বিচক্ষন বালক ইহাকে নষ্ট করা কোন মতেই হইতে পারে না এবং এ আমার বড়ই প্রীয়োত্তম ভ্রাতৃপুত্র ইহার কোন বিঘটিত হইলে আমার জীবন সংশয়। রাজা বসন্তরায়ের এই২ মত কাতর্যতা ওক্তিতে মহা রাজাও রোদন করিতে প্রবর্ত্ত দুই ভ্রাতাই রোদন করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চিত পরে মহা রাজা কহিলেন শুন আমি কিছু এ বালকের জন্য ক্ষিদা মান নহি জানিলাম তোমার অন্তক নিতান্ত এই হবেক তোমার অন্তক কুলের কলঙ্ক ইহার স্নেহেতে তুমি ভুলিলা কিন্তু এ হবে দুর্য্যোধিনের মত। কালক্রমে এ সমস্ত বিদিত হবেক ইহাই ভাবিয়া

আমি কাঁদি। রাজা বসন্তরায় স্নেহক্রমে মহা রাজার কথার গৌরব করিলেন না মহা রাজা অদৃষ্ট মানিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন। ইহাতে রাজা বসন্তরায় হর্ষ চিত্ত হইলেন।

তৎপরে কএক বৎসর এই মতে গত হইয়াছে আর এক দিবস মহা রাজা রাজা বসন্তরায়ের নিভৃতে বৈঠক করিয়া মন্ত্রণা স্থির করিলেন। কহিলেন বসন্ত আমি যাহা কহি তাহা শুন এবং মনে অবহেলা করিও না। তোমার প্রিয়োত্তম ভ্রাতুষ্পুত্র এখন প্রায় যুবা হইল। দেখিতে পাই তোমার সহিত কার্য্য কর্ম্মের দ্বারায় কথা বার্ত্তাটা হয় অতএব এ আমার সমস্ত যে বাক্য প্রত্যক্ষ হওনের মূল। এখন কি হবেক। যাহা হবার তাহা হইয়াছে। ওহাকে নষ্ট করিতে আর পারহ না। এবং উচিত ও নহে কিন্তু এখানে থাকিলে অতি

ধুরার প্রতাক্ষ হয়   অতএব কহি শুন আপ্নার দের সদর তাস্ত দিল্লিতে ওকিলে না কাম কায় করে কুমার বাহাদুর ক্ষমতাপন্ন রাজ কার্য্যে তৎপর এবং বিষয়তে খুবি অভিনি বেশ অতএব ইহাকে দরবার করনের ছলে দিল্লিতে পাঠাও তবে দূরে থাকিবেক ইহাতে যদি কিছু কাল তোমার হিংসা না করে নতুবা তোমার শেষ দসা জানিও অতি সান্নিধ্য।

রাজা বসন্তরায় ভ্রাতৃসুপ্র কুমার বাহাদুরের বিচ্ছেদ অন্তঃকরনবৃত্তি করিয়া কাতর হইলেন কিন্তু স্বীকার ও করিলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহা রাজার আজ্ঞা।   দুই ভ্রাতা একত্রাতে কুমার বাহাদুরকে আনাইয়া মহা রাজা আজ্ঞা করিলেন শুন আমারদের সদর তাস্ত ওকিলেরা কাম করিতেছে কিন্তু আমার চিত্ত

অদ্যাবধি ওমোয়েস যান থাকে চিত্তের উদ্বেগ মিটেনা। এখন আমারদের মত খরচ পত্রের স্বচ্ছন্দ মত নহে উকিলেরা খরচ পত্রের বাহুল্য করে। আপনারা অনেক হেন্দোস্থানে থাকিলে হেমত ও হয় এবং খরচ পত্রের এতেক বাহুল্য হয় না অতএব সেখানে অনেকের যাওনের আবশ্যক। তাহাতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদেশে গেলে এখানকার কার্য্য তোমা দিয়া নির্ব্বাহ হয় না অত দূরে তাঁহার বিদেশ যাত্রা কোন ক্রমে সম্ভবে না। তুমি এখানে থাকিলে ভাল কিন্তু না থাকিলে ও রাজ কার্য্যের আটক ও হয় না এবং শুনা যাইতেছে যে খানে আপনারদের অনেক শত্রু পক্ষ লোকেরা বিপক্ষতা করনের উদ্যত। এ সময় আপনারা অনেক তথায় না থাকিলে উপদ্রব হবার আটক হবেক না এবং সেখানে ও এক জন ক্ষমতাপন্ন লোক চাহি আর কাহা দিয়া

আমার বিশ্বাস হয় না। অতএব তুমি শুভক্ষণে দিল্লিতে যাত্রা করহ আর ব্যাজ অনুচিত।————

রাজা প্রতাপাদিত্য আপনি বড় সাহসী লোক পিতৃ আজ্ঞা স্বিকার করিল কিন্তু মনেং বুঝিল রাজা বসন্তরায় চাতুর্য্য করিয়া তাঁহাকে বিদেশে পাঠান ইহাতে প্রকাশ কিছু করিল এমন নহে কিন্তু সার্ব্বৎ হইয়া থাকিল। রাজা বসন্তরায় থাকিয়া জোতিষিকেরদের সহিত বিবেচনা পূর্ব্বক শুভলগ্ন ক্ষণে দিন নিরূপণ করিয়া কুমার বাহাদুরকে যাত্রা করাইয়া দিল্লিতে প্রস্থান করাইলেন নৌকা যোগে গতি হইল এক ভাই বিংশতি নৌকা হমরা গেল এবং একশত লোক ও রাজা বসন্তরায় ও শোকিত অন্তঃকরণে সাগর মোহনা পর্য্যন্ত আগ বাড়াইয়া থুইলেন পরে বিমর্ষে বসন্তরায় পুনর্ব্বার বাহুড়িলেন।

তৎপরে প্রতাপাদিত্য যাইয়া চতুর্থ মাসে দিল্লিতে পৌঁছিলে ওকিলেরা পূর্ব্বে সমাচার পাইয়া দিব্য এক অট্টালিকা মেরামত করিয়া রাখিয়াছিল তাহাতে বাসা হইল কএক দিন পরে বিস্তর২ তহফা আদি দিয়া বাদসাহের হজুরে দরসেন্দ হইলেন।

এই মতে কথক দিন থাকিতে২ দেখ দৈবে কি ঘটনা করে প্রতাপাদিত্যের মনে উপস্থিত হইল যে রাজা বসন্তরায় শাত্রবতা করিয়া তাহাকে বিদেশে পাঠাইয়াছেন ইহাতেই সদা সর্ব্বদা উদ্বাহিত ঠাওরায় ইহার প্রতাবকার করিতে পারি তবেই সে আমার মনের দুঃখ দূর হবেক তাহারি আলোচনে অনেক্ষন থাকেন কিন্তু সাঙ্গিতা কিছু পারেন না এ প্রযুক্ত স্বকিত নতুবা সুসারিবা ত্রুটি ছিল না বাদসাহের দরবার যাতায়াত করেন আর২ আমির লোক ও মনসব দার ও রাজোতা লোক অনেকের সহিত

পরিচায় হইয়াছে কিন্তু বাদসাহের নিকট অমন পরিচিত নহেন শব্দ পরিচা মাত্র।—

ইতি মধ্যে এক দিবস পূর্ব্বাহ্নে এক চবুতারায় আমির ও রাজা ও কবিগন ও পণ্ডিত ইত্যাদি সমস্ত ওমরা লোকের বৈঠক হইয়াছে এবং আর২ জমিদার ও ওকিল লোকেরা আপন২ উপযুক্ত স্থানে আছে এই সময় বাদসাহের আগমন সেই স্থানে হইল। একব্বর বাদসাহ অতি রসিক লোক সে সভায় আসিবা মাত্রেই এক সমস্যা কবিরদিগকে জিজ্ঞাসা করিল এই সমস্যা শেত ভুজঙ্গিনী জাত চলিহেঁ। এ কি কবি লোকেরা সকলে বিবুত হইলেন সমস্যা পুরিতে কেহ পারিতেছেন না ইহাতেই সকলে ব্যাস্তিত এবং বাদসাহ বার২ তাকিদ করিতেছেন তথাচ কেহ সমস্যা পুরিতে পারিতেছেন না।——

ইহাতেই লজ্জিত রাজা প্রতাপাদিত্য অতি বিদ্বান সৎকবি এ কথা শুনিয়া কিঞ্চিত অগ্রগামি হইয়া নিরুপিত স্থানে যাইয়া কায়দা মত শেলাম করিয়া ভগ্নাইলে বাদসাহকে নিবেদন করিলেন যাহাঁপনার হুকুম হইলে এ গোলাম দিয়া এ সমস্যা পুরন হইতে পারে। বাদসাহ দৃষ্টিপাত করিয়া ইসারাক্রমে অনুমতি দিলেন। রাজা প্রতাপাদিত্য আদব বাজাইয়া নিবেদন করিলেন দৈবক্রমে তাহার সমস্যা পুরণ উন্মত্ত হইল। সে এই সাহ একবর।——

শোবর কামিনী নীরে নাহারতি।
বিত ভাঁলিহেঁ।
তিয়মচরকে গঠনর বাবিকে।
বীরেন্দ্র চন্দ্র চলিহেঁ।
রায় বেচারি আপন মনমে।
উপমা ও ঠারিহেঁ।
কেশী মরোরতি সেত ভুজঙ্গিনী।
জাত চলিহেঁ।——

এই সমস্যা পুরন উন্মত্তে হইল।——

ইহাতে বাদসাহ ওহাকে সন্তুষ্ট হইয়া ওজিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কেটা। পরে ওজির প্রতাপাদিত্যের দিগে দৃষ্টিপাত করিলে প্রতাপাদিত্য শ্মের আদব বাজাইয়া নিবেদন করিলেন যাহাঁপনা গোলামের নাম প্রতাপাদিত্য বঙ্গ দেশের যশহর চাকলা ওমরহের জমিদার বিক্রমাদিত্যের তরফ লোক। এ সমস্ত ওজির পুনরায় নিবেদন করিলেন বাদসাহের সন্মুখে। ইহাতে বাদসাহের অনুমতিতে ওজির ওহাকে খেলাত দিয়া সম্ভ্রান্ত করিলেন।

সেই দিবস অবধি রাজা হজুর পরিচিত হইলেন এই মতে কতক দিন গত হয় প্রতাপাদিত্য চাওরাইলেন কোনক্রমে এ রাজ্য আপন নামে লেখাইয়া পঞ্জা সমেত ফরমান লইয়া দেশে যাইতে পারিলে আমার কৃতত্ব তবে আমার

নাম প্রদত্ত হয় আমারদের দেশের ওপর অতএব ইহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।——

মনে২ এই রচনা করিয়া সরদার ওকিল যে ওখানে অনেক দিবসাবধি ছিল তাহাকে বাটীতে বিদায় করিলেন এবং খাজানার কারণ দেশে পুনঃ২ তাকিদ লেখেন তথাচ সদরে এক কবর্দ্দক দাখিল ও করেন না টালমটালেতেই কাটান বাদসাহের হজুর যাতায়ত করেন এ প্রযুক্ত সকলে ওহাকে সম্ভ্রম করে এবং হজুরতক এ বিষয় এত্তলা করে না।——

এই মতে দুই তিন বৎসর গত হইল তথাচ রাজা খাজানা কিছুই সদর দাখিল করেন না মফস্বল হইতে ওহার তাকিদ প্রযুক্ত অধিক আমদানি হয় কিন্তু ওনি সমস্ত আপন তহবিলে রাখেন দাখিল এক কবর্দ্দক ও করেন

না। তিন বৎসর গত হইল ইহাতে এ সমস্ত বিবরন বাদসাহতক দরপেস হইলে ইহার ওপর তাকিদ ক্রমে ইনি দরখাস্ত করিলেন যাহাঁপনা মফস্সলে রাজা বসন্তরায় কর্ত্তা সে নষ্টতা করিয়া কর পাঠায় না আমি লাচার কি করিব হাজির আছি আমাকে খুন করিলেই বা তাম্মা দিয়া ইহার আঞ্জাম কি মতে হইতে পারে। জমিদার নষ্ট প্রকৃতি ইহাতে ওজিরের ওপর হুকুম হইল বাঙ্গালায় এক মনসবদার যাইয়া যশহর ওগয়রহ হইতে রাজা বিক্রমাদিত্য কে দূর করিয়া অন্য কাহকে তাহাতে পদার্পন করিতে।———

এ খবরে ফের রাজা প্রতাপাদিত্য দরখাস্ত করিলেন যদিও এ গোলামের ওপর রাজ্যের ভার হয় তাঁহার ফরমান প্রাপ্ত এ গোলাম এখানে হয় তবে এ তিন বৎসরের যে বক্রি কর

তাহা এ গোলাম হইতে সরবরা হইতে পারে হুকুম হইলে বস্তুদাম করিয়া গোলাম এ টাকা খালিসা দাখিল করে ।—

ইহাতে বাদসাহের মনস্থ হইল তাকলে যশহর ওগএরহের রাজত্বর বহলি ফরমান রাজা প্রতাপাদিত্যের নামে হইল রাজা প্রতাপাদিত্য ঐ আমানত টাকা সেই দিবস খালিসা দাখিল করিলে তিন বৎসরের করের মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকা ওঁহাকে রেয়ায়ত হইল এবং নানা বিধি খেলাত রাজ্যের ও নবাবের মনজবদারির ইহাতে রাজা অতি দস্তুয়মান হইয়া ওজির ইত্যাদি সমস্তকেই শওগাত দিয়া হর্ষ মনে বাদ সেলাম তস্কা সমস্ত মনজব দারের সরঞ্জাম প্রাপ্ত হইয়া বাইশ হাজার ফৌজ সমেত ডঙ্কা দিতে২ ওকিল নিযুক্ত করিয়া হেন্দোস্থান হইতে বাহির হইলেন ।—

ক্রমেং তিন চারি মাসে আসিয়া যশহর পৌচিলেই এক কালিম বন্দুকের দেহড় ও মারিয়া ডঙ্কা দিয়া দপ্তর ও মালখানা সমস্ত বন্ধ করিলেক নগরে ডঙ্কা দিল রাজা প্রতাপাদিত্য রাজা হইয়া আসিয়াছেন রাজ বাটীর বাহির ভাগেই রহিলেন বাটীর মধ্যে আইসেন না পিতা মাতা খুল্লতাত ও আরং বান্ধবগনের সহিত মিলন করেন না ইহাতে মহা রাজা বিক্রমাদিত্য আপনি বাহিরে আসিয়া রাজা বসন্তরায় ও আরং মন্ত্রী লোকের দিগকে সাতে করিয়া প্রতাপাদিত্যের সান্নিধ্য আইলে রাজা প্রতাপাদিত্য আপনি ওত্থান করিয়া ও পিতা ও খুল্লতাতের পদে নত হইয়া ভুমিষ্ঠ প্রনাম করিল ইহারাও তাহার শিরে চুম্বন করিয়া ক্রোড়ে করিলেন পরে সমস্তই একাসনে বসিয়া আলাপ বিলাপ করিতেছেন।

পরে রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় ও

প্রতাপাদিত্য তিন জন এক নিভৃত স্থানে যাইয়া বসিলে রাজা বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন পুত্র কি সমাচার আসিবা মাত্রেই কিমার্থে এমত৲ আচরন করিলা। আমরা তোমাকে বিদেশে পাঠাইয়া কেবল ছায়ার ন্যায় রহিয়াছি তোমার আইসনে বন্দুকের দেহড় শুবন মাত্রেই শরীর পুলকিত হইয়া ছিল পরে তোমার এমত৲ আচরনে আমারদের ক্ষোভের আর পরিসীমা ছিল না এখন তোমার মুখ দেখিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম। তোমার খুল্লতাত তোমার গমনাবধি ইহার দুঃখের সীমাহ নাই। ইনি সদাই নিরানন্দ কোন কার্য্যে আমদ নাই ইহার পূর্ব্ব মত আহার নিদ্রা নাই তোমার বিচ্ছেদে ইনি অতিশয় ক্ষিদ্যমান। আমি তোমাকে যত্ন পূর্ব্বক পাঠাইয়া ছিলাম ইহাতে ইনি হরিষ মনে আমার সহিত আলাপ করেন না এই পর্য্যন্ত শোকিৎ। অতএব পুত্র তোমার বিবরণ

অবগতি কর আমাকে তবে আমার প্রাণ স্থির হয় নতুবা আমি যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত।———

প্রতাপাদিত্য পূর্ব্বে রাগিত হইয়া এমত২ করিয়াছেন এখন রাগের বিচ্ছেদ হইয়া প্রেমের উদয় হইয়াছে ইহাতে বিস্তারিত কুণ্ঠ হইয়া লজ্জা প্রযুক্ত প্রত্যুত্তর করিতে না পারিয়া এক কালিন কাঁদিতে২ পিতা ও খুল্ল তাতের চরণে পড়িয়া বলিতেছেন পিতা আমি নির্লজ্জ দুর্জ্জনতা করিয়াছি এখন কি মতে তাহা নিবেদন করিব। ইহাতে মহা রাজা ও রাজা বসন্তরায় প্রতাপাদিত্যকে ক্রোড়ে করিয়া অঙ্গে হাত বুলাইতেছেন ও বলিতেছেন পুত্র লজ্জা নাই ভয় করিও না যাহা তুমি করিয়া আসিয়াছ সেই আমারদের সৎক্রিয়া তাহা আমরা দুর্জ্জনতা গণনা করিব না। এই মতে সান্ত্বনা করিলে সে কিছু প্রত্যুত্তর না করিলে

বাদসাহি ফরমান পঞ্জা সমেত মহা রাজ বিক্রমাদিত্যের সন্মুখে দিলেন।

রাজা বসন্তরায় তাহা পাঠ করিয়া বালকের শির চুম্বন করিয়া বলিলেন কিমর্থ তুমি লজ্জিত এ একটা লজ্জাকর ক্রিয়া কর নাই রাজ লক্ষ্মী সর্ব্ব কাল এক জনের থাকে না দেখ মান্ধাতা সগর দিলিপ ভরত ভগীরথ ইহারা সকলে পৃথিবী পতি। এখন কে কোথায় রহিলেন আমরা কোন কিটস্য কিট ক্ষুদ্র বস্তু। তত্রাপি আমারদের অদ্যাপি সে মত হয় নাই। আমারদের পুত্র রাজা হইল আমরা হইলাম পিতা ও খুড়া এ আমারদের অতি ভাগ্য ইহাতে আমারদের ক্ষোভ নাই তুমি আইস২ এই কহিয়া দুই ভ্রাতা তাহার দুইকর ধারণ করিয়া পুরীর মধ্যে গতি করাইলেন।

এই মতে কতক দিন যায় রাজ কর্ম্মে

পর্য্যন্তই রাজা বসন্তরায় পূর্ব্ব মত করেন যহা রাজা অন্তঃকরনে বিচার করিয়া দেখিলেন পুত্র অতি দুর্জ্জন কনিষ্ঠ ভ্রাতা তদনুরূপ শিষ্ট এবং তাহার সন্তানেরা ও আছে। আমার আর ব্যাপক কালের বিষয় নহে অতএব যদিত আমি থাকিয়া এ রাজ্যের একটা বিলি বন্দান না করিয়া দেই তবে আমার পরে ইহারদের মধ্যে আত্মা কলহ যথেষ্ঠ হবেক অতএব আমি থাকিয়া ইহারদের অংশের নিষ্পত্তি করিয়া দিব।

এমতে এক দিবস রাজা প্রতাপাদিত্যকে ডাকিয়া কহিলেন পুত্র আমার শেষ দসা অতএব আমার পরে তোমারে খুল্লতাত কর্ত্তা। এখন যে মত আমি তাহার ও ছাল্যা পিল্যা গুলিন আছে তাহারদের প্রতিপালন ও তোমার আবশ্যক অতএব আমি জিজ্ঞাসা করি তোমাকে আমারদের পরে তুমি কি

ইঁহারদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিব যে মত আমি করিতেছি তোমার খুড়ার দিগে।

তাহাতে প্রতাপাদিত্য নিবেদন করিল মহা রাজা আপনে থাকিয়া ইহার একটা বন্ধান করিয়া রাখুন নতুবা পশ্চাত কাল বেতণ্ডা হওনের আটক হবেক না অতএব এখন নিষ্পত্তি করিলে ভাল ইহাতে মহা রাজা রাজা বসন্তরায়কে নিকটে ডাকাইয়া বিষয়ুক্ত করিয়া দশানি ছয় আনি ভাগের নিরাকরণ কাগজ পত্র দোরস্ত করিয়া দস্তখত করাইয়া আপন জিম্মা রাখিলেন।

এই মতে কতক কাল গত হইল সকলেরই সন্তান বৃদ্ধি হইল ইহাতে তাহারা বৃহৎ গোষ্ঠী হইলেন। রাজা প্রতাপাদিত্য বিচার করিয়া পিতার স্থানে নিবেদন করিলেন পিতা আমার ইচ্ছা

আমি আর এক খান স্বতন্ত্র পুরী নির্ম্মান করি নতুবা এ স্থানে কিঞ্চিত কাল পরে স্থানাভাব হবেক অতএব আমি ইহার একটা বন্ধান করিতে চাহি অনুমতি হইলে প্রবর্ত্ত হইব। মহা রাজা বলিলেন এ সৎপরামর্শ। রাজা বসন্তরায়কে ডাকিয়া কহিলেন প্রতাপাদি[…] আর এক খান পুরী করিবেন তাহাতে তোম[…] তাহার স্থান নিরূপন কর তাহাই ক[…] যশোহর পুরীর দক্ষিন পশ্চিম ভাগে এ[…] তাহার নাম ধূমঘাট। সেই স্থানেই প্রতাপাদিত্যের পত্তন হইল। অতঃপর বাটীর নকশা অনুক্রমে গড় সমেত তৈয়ার করাইলেন গড় ও বাটী ও সহর বাজার চারি পাঁচ বৎসরে যাইয়া তৈয়ার হইল। তাহার আনপূর্ব্বক বিবরন লিখা যাইতেছে।—

যশোহর পুরীর বর্ণনা। চারি দিগে গড় তাহার দীর্ঘ প্রস্থ এক২ দিগে পাঁচ২ ক্রোষ আয়াতন গড় প্রসস্তে একশত হাত বিংশতি হাত ভিতর গড়ের ওপর মৃত্তিকার পোস্তা ত্রিংশতি হাত উচ্চ গোড়ায় ষাইট হাত মাথায় দশ হাত [illegible] কেবল মাটিয়া পোস্তা। পোস্তার বাহির [illegible] গড় তাহার দুই পার্শ্ব এবং মধ্য স্থল [illegible]ইক রেকতায় গ্রথিত। গড়ের মধ্য ভাগে কে[illegible] হইয়া মাটিয়া পোস্তা লাগিয়া দশ হস্ত পরিসর দেয়াল গাঁথন মাটিয়া পোস্তার মস্তক পর্য্যন্ত এবং পোস্তার ভিতর পার্শ্বেও সেই মত পাঁচ হাত প্রসস্ত প্রস্তরের দেয়াল। দুই পার্শ্বের দেয়ালের মাথায়২ খিলান তৎপরে সেই খিলানের ওপরে আর পাঁচ হাত দেয়াল উচ্চ হইয়া সেই স্থানে মুরচাবন্দি দশ২ হাতান্তরে এক২ তোপ

রাখিবার স্থল এবং আয়োজন সমেত তোব সেই স্থানে নিয়োজিত ও তোবচিন একং তোবের সাতে দুইং ব্যাক্তি এবং তাহারদের রহিবার স্থান তথা হইল।———

এই মত তোব গড়ের চারিদিগে ও চারি দিগে চারি দ্বার তাহার ওপরে নৈবত খানা। জন্ত্রী নানান প্রকার জন্ত্র সমেত সে স্থানে আছে দণ্ডেং প্রহরেং সায়েহ্নে ও প্রভাতে তাহারদের নিয়মানুযায়ি সময়েতে বাদ্যধ্বনি করিতেছে। তাহার ওপরি ভাগে ঘড়ি ঘর তাহাতে বড়ো বড়ো ঘড়ি ঘড়িয়ালেরা দণ্ডেং তাহারদের কাংস্য কাঁজের ওপরে মুদ্গর ক্ষেপন করিতেছে। তদুপরি মন্দিরের আকার চূড়া তাহার নাম ঘণ্টা ঘর তাহাতে বৃহৎ সত নাদীয় ঘণ্টা কলে বান্ধা হইয়া দোলায়মান সময়ক্রমে ঘণ্টা

বাদক কল ফিরাইলেই আপনা হতে ঘণ্টা ঠনা ঠন শব্দ করে।———

চারি দ্বারে গড়ের ওপরে লৌহ নির্ম্মিত কলের পুল কল সংযুক্তে প্রস্তুত হইয়া আছে দ্বারপালেরা সে পুল ক্ষেপন করিলে গড়ের ওপর বন্দি যত লোকেরদের গতায়াতে পথ হয় সময়ক্রমে কল আকর্ষণ করিলে পুল ওটিয়া দ্বার বন্ধ করে। এই২ মত সর্ব্ব দ্বারে সকলেই আপন কার্য্যে নিযুক্ত।———

গড়ের পোস্তার নিচে প্রথম দিব্য বাগান এক পোয়া পথ পর্য্যন্ত চারি দিগে সমান নানা প্রকার মেওয়া গাছ ও পুষ্প কানন ও মধ্যে২ অপূর্ব্ব কেয়ারি ও রহিদার রম্য স্থল। পরে সৈন্যের স্থল চারি দিগেই সমান আয়াতন, তৎপরে চারিদিগে সহর বাজার গোলা ও গঞ্জ

স্থানেতে খরিদ ফ্রোক্ত হইতেছে দেশ দেশের মহাজন লোক যাতায়াত করিয়া খরিদ ফ্রোক্ত করে। এই মত সহর বাজার চারি দিগে অর্দ্ধ ক্রোশ প্রসস্ত। পরে দ্বিতীয় গড় তাহার সমস্তই এই মত। পরে তৃতীয় ও চতুর্থ ও পঞ্চম গড় সমস্তই একি সরঞ্জাম।

পঞ্চমীয় গড়ের মধ্যে অপূর্ব্ব শোভাকর পুরী আয়াতন সর্ব্ব সমেত দেড় ক্রোশ দীর্ঘ ও প্রসস্তে ও সেই মত। রাজার পুরের শোভা অতি মনোহর আখ্যান তব হেন্দোস্থানে এ মত পুর কখন কেহ করিতে পারেন না।

তাহার প্রথমত চতুর্দ্দিগে নগীর বেষ্টিত এক পরিপাটির রাস্তা সে রাস্তা পার হইয়া গেলে দিব্য সহর হাট বাজার গোলা গঞ্জ তাহার স্থানে২ ভিন্ন২ সামিগ্রি সকল বিক্রয় হইতেছে

লোকেরা দালানের মধ্যেতে বসিয়া ক্রয় বিক্রয় করে নানা বিধ সামিগ্রি তাহার স্থানে স্থানে পরিপূর্ন চারি দিগেতেই এই মত নগার। পৃথক২ পট্টি তাহা অতি শোভাকর। তাহার এক২ পট্টিতে কেবল এক২ দ্রব্য পরিপূর্ন ক্রয়ান লোকেরা ডালা পসরা ধরিয়া জিনিস পত্র ওজন করিতেছে তাহার এক ভিতেতে পসারির দোকান সহস্রাবধি।———

কোন দিগে চালু ধান বহু বিধ ডুলি বস্তু বিকি কিনি হইতেছে ডালি হারার পট্টি এক দিগে। কোন স্থানে নানা চিত্র বিচিত্র বস্ত্র। কোন ঠাঁই কাঁসারি হাটা। কোন এক দিগে তাম্রার হাটা সকলেই আপন২ স্থানে বসিয়া নিজ২ জিনিস বিক্রয় করিতেছে। কোন দিগে জওহরির দের দোকান তাহাতে মুক্তা প্রবাল মনি চুনি রকমে২ বহু মূল্য প্রস্তর। কোন স্থানেতে

হালইকরেরা মিষ্টান্ন পক্কান্ন বেচিতেছে। গোপ
পেরা কোন দিগে দধি দুগ্ধ যাতয়যান হইয়া
বেচিতেছে মাক্ষন ও লবনি খির ও সর ছানা
দোকানে২ প্রস্তুত। কোন দিগে গোয়ালিনীরা
বলিতেছে আমার এ আচ্ছা দধি আসিয়া কিন
ইহা। তৈল ঘৃত লবন কোন২ স্থানে। কোন দিগেতে
দোকানে মৎস্য পরিপূর্ন। কোন২ পটিতে কেবল
মুদি খানা দোকান। কোন স্থানে চিনি ও
মিছ্রির খার খানা। কোন স্থানেতে নানা জাতি
ফল বিক্রি হইতেছে। আর এক স্থানে চিনাদি
বন্দ্রীয় দ্রব্য। কোন ভাগে সুঁড়িগনের দোকান।
কোন স্থানে তামাকু গাঁজা ভাঙ্গ চরস বিক্রি
হইতেছে। এক দিগে শাঁখারিগন শঙ্খ তৈয়ার
করিতেছে। কোন স্থানে ছুতার লোক দোকান
করিয়াছে কাষ্ঠের নানা মত সামিগ্রি প্রস্তুত।
কোন ভাগে পাথর কাটারদের দোকান। কোন

স্থানে সুবর্ন্ন বনিকেরা দোকানে বসিয়াছে তাহারদের কেহ২ টাকা মোহর বদলাই করে কেহ২ কড়ি বেচে কেহ২ কেবল সোনা রূপা। সোনা ও রূপার বাসন কোন স্থানে থরে২ রাখিয়াছে। কোন স্থানে পশ্চিমীয় বজাজেরা দোকান দিয়াছে বহু বিধি জিনিস তাহারদের দোকানে সাল পাসরি বনাত পট্টু ভোটি কম্বল তম্বাটু ইত্যাদি বস্তু রকমে২। শাদা থান পাটনাইয়া ঢাকাই মালদহিয়া পৃথক২ আড়ঙ্গের রেশমি বস্ত্র তদ্রোবত্তরো। পৃথক২ দোকান কোন স্থানেতে দুলিচা গালিচা সতরঞ্চি মখমল। কোন দিগেতে কারোয়ানেরা ঘোড়া হাতি উষ্ট্র খর গরু মেষ অজা ইত্যাদি পালে২ লইয়া বসিয়া আছে। এই মত বৃহত শোভাকর সহর।

তারপরে চারি দিগে চারি সরোবর নানা বিধ পুষ্প তাহাতে সুগন্ধি আমদ করে। বিলক্ষন মিঠা

জল বিস্তর২ বিহঙ্গমে তাহাতে জল ক্রীড়া করে' চারি সরোবরের পার্শ্বেতে অপূর্ব্ব বাগান বিধানে২ সহস্রাবধি পুষ্প তাহায় শোভা পাইতেছে। লক্ষ২ মেওয়া বৃক্ষে পরিপূর্ণ। কত২ মালিগন তাহার তদবির কারক শোভান্বিত ফুলওয়ারি তাহাতে ভ্রমরা ভ্রমরি ঝঙ্কার দিতেছে।——

চতুর্দ্দিগেতে কোকিলেরা সুনাদ করিয়া বুলিতেছে আর২ পক্ষিরা ডালে২ বেড়াইতেছে ময়ুর পেক্ষম ধরিতেছে ময়ুরেরা নৃত্য করে সহস্রাবধি আর২ পক্ষি চারিদিগে কল ধ্বনি করিতেছে। এই মত শোভাকর উদ্যান। পূর্ব্বমত নগর বেষ্টিত হাট। তৎপরে সহর। তাহপর সরোবর। তারপর উদ্যান ক্রমে২ এ চারিস্থান। এ চারির আয়াতন এক ক্রোশ। তৎপরেতে চন্দ্র প্রভা পুরির আরম্ভ।——

যথামত যন্ত্রগিদেরা ও অশ্ব ও গজ ও আর২ সওয়ারির পশুগিনের বসি ভুমি অর্দ্ধ ক্রোশ সমস্তে পুরির চারিদিগ বেষ্টিত। ইহাতে দুর্ব্বা ঘাশ জয়াইয়াছে অর্দ্ধ হাত পুর দুর্ব্বা সমশির। অতএব মালিরা তাহার তদবির করে নিরবধি ঘাশ ও সমশির রাখিতেছে। অতএব এই মত সে বসি ভুমি দুর্ব্বা যেন সবুজ বর্ন মাখমলের ন্যায় দেখা যায়। ———

ইহা ছাড়াইলে পুরির আরম্ভ। পুর্ব্বে সিংহ দ্বার পুরির তিন ভিতে ওত্তর পশ্চিম দক্ষিন ভাগে সরাসরি লম্বা তিন দালান তাহাতে পশুগিনের রহিবার স্থল। ওত্তর দালানে সমস্ত দ্বারবর্ত্তী গাড়িগিন থাকে দক্ষিন ভাগে ঘোড়া ও গাধাগিন পশ্চিমের দালানে হাতি ও ওষ্ট তাহারদের সাতে আর২ অনেক পশুগিন। ———

এক পোয়া দীর্ঘ পস্থ নিজ পুরী। তার চারি দিগে প্রস্তরে রচিত দেয়াল। পুরবদিগে সিংহ দ্বার তাহার বাহির ভাগে গেট কাটা দরজা। শোভা কর দ্বার অতি ওচ্চ আমারি সহিৎ হস্তি বরাবর যাইতে পারে। দ্বারের ওপর এক স্থান তাহার নাম নওবৎ খানা তাহাতে অনেক২ প্রকার জন্ত্রে দিবা রাত্রি সময়ানুক্রমে জন্ত্রিরা বাদ্য ধ্বনি করে।————

নওবৎ খানার ওপরে ঘড়ি ঘর। সে স্থানে ঘড়িয়ালেরা তাহারদের ঘড়িতে নিরক্ষন করিয়া থাকে দণ্ড পুর্ন হবা মাত্রেই তারা তাহারদের কাঁশের ওপর মুগ্দর মারিয়া জ্ঞাত করায় সকলকে।————

তদুপরি ভাগে মন্দিরের চুড়ার ন্যায় ঘণ্টা ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে অতি ওচ্চ সে ঘর বিলক্ষন

দেখায় তাহার মধ্যে সত নাদীয় ঘণ্টা বন্ধ লোকেরা তাহার সময়েতে কল ফিরাইয়া দেয় স্তুতি দণ্ডে সে ঘণ্টা বাজিয়া ওঠে ঘন্টার টন টনি শব্দ গাত্রের মধ্যে পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত শুনা যায়।————

ঘন্টা ঘরের চূড়ার ওপরে ধ্বজা। তাহাতে ওড়ীয়মান পতকা শোভা পাইতেছে কৃষ্ণ বর্ন পতকা ওড়িতেছে সে ধ্বজের ওপরে তাহা অন্য লোকেরা দ্বারে থাকিয়া দেখিতে পায় যে যত মেঘ পবনের তেজে গতি করিতেছে। এমত আশ্চর্য্য সিংহ দ্বার গঠন করিয়াছে হেন্দো স্থানের মধ্যে এমত স্থান কুত্রাপি দেখা যায় না।————

দ্বারে দ্বারপাল সের আলিখাঁ নামে পাঠান ভয়ঙ্কর তাহার মূর্ত্তি দুর্দ্দর্শ কায় মহা

পীয়ারমে। অগ্নিস চরন ইত্যাদি যায় আদাই মোৰি শতং পাঠান তাহার পরিবার অতি দস্তুতে সে দ্বার রক্ষা করে তাহাকে দেখিলেই বিপক্ষ লোক পলায়নপর হয়। সে দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহার পর অপূর্ব্ব সুশোভিত নগর চারি দিগেই দোপটি সহর জেয়হবা বালা খানা তাহাতে পৃথক২ স্থানে বেস মুল্য সামিগ্রির মহাজন লোকের দোকান। বথ্যেত প্রকার বস্তু সেখানে বিক্রি হয়।——

যদি সে পুরে প্রবেস করিতে চাহ তবে শুন তাহার পথ এই২ দিগে।——

পূর্ব্ব দ্বার পুরী। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে প্রথমত ওত্তর বাহিনী হইয়া সে পথের সীমা পর্য্যন্ত যাইও পরে পশ্চিম মুখে যাইয়া দক্ষিন

মুখে হইবা তাহার অর্দ্ধ পথ গেলে দ্বার পাইবা সে দ্বিতীয় দ্বার শিংহ দ্বারেরি মত। পূর্ব্ব মুখ হইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিবা পূর্ব্ব মত সহর বাজার চৌদিগে জেমহলা শোভা পায়। পরে ওত্তর দিগে গতি করিয়া পথ না পাইলে পূর্ব্ব মুখে যাইও। দক্ষিন মুখে অর্দ্ধ পথ গেলে আর এক দ্বার পাইবা সে দ্বার ও শিংহ দ্বারের তুল্য। পশ্চিম হইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিবা এক দিব্য চক। অতি শোভান্বিত চক চিনার ভাস্করেরা তাহার চুন কাম কারক। চকের চারিদিগে স্ফুটিকের বেদি। ইহাতে সে স্থানে তেতক্ষর ঝিক্ষমিক্ষ করে। ————

মধ্যে স্থলে নানা বর্ণের প্রস্তরে রচিত এক ওচ্চতর দিব্য মঞ্চ তাহার ওপরে শ্রীমুর্ত্তির বার হয় বিশেষত পর্ব্ব ওচ্ছবের

সময়ে গোবিন্দ দেব তাহার উপরে বিরাজমান হএন। চকেতে প্রবেশ করিয়া বাম দিগে গতি করিও কতক দুর এই মতে গেলে দ্বার দৃষ্টি হবেক সে দ্বার ও বৃহত দ্বার সিংহ দ্বারের ন্যায়। নওবত খানা ঘড়ি ও ঘন্টা ঘর সমস্তই একি সিংহ দ্বারের মত কেবল এ দ্বারের দ্বারপালেরা রাজপুত নতুবা আর কিছু বিভেদ নাই সিংহ দ্বার হইতে। সে দ্বারে প্রবেশ করিয়া পশ্চিম মুখ হইয়া কত দুর গেলে সন্মুখে এক বিলক্ষন দরজা পাইলে পশ্চিম মুখে সে দ্বারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উত্তর মুখ হইয়া ডাণ্ডাইও তাহাতে সন্মুখে অতি সান্নিধ্য এক দ্বার পাবা তাহার মধ্য দিয়া গেলে পশ্চিম দিগে কত দুর যাইও।——

ডানি দিগে দ্বার পাইলে উত্তর মুখে হইয়া তাহাতে পসিও। তৎপরে ঐ মতে কতক দুর

যাইতে২ দেখিবা বামেদ্বার   তাহে সাঁদাই ঐ দিগেই গমন করিও দূরে মন্যুখে এক দ্বার পাইবা উত্তর মুখে   তাহার মধ্যে গেলে এক মনোরম পূরী দেখিবা সে অতীত সালা দেশ দেশের যাবদীয় অতীত রাত্র বাটিতে উত্তরিলে সেই পূরীতে তাহারদের স্থিতি হয়। তেমহলা সে পূরী। অদ্যাপর্য্যন্ত অতীতেরদের স্থিতি সেই আলয়তেই হয়।———

সে পূরীর দক্ষিন পশ্চিম কোনে এক দ্বার পাইবা। মনোহর ফুল বাগান তাহার মধ্যে এক দিব্য চবুতারা   তাহাতে কখন২ বৈঠক হয়। তাহার পশ্চিম দিগে দক্ষিন মুখ দ্বার পাইবা তাহার ভিতর গেলে দেখিবা ভাণ্ডারের পূরী। তাহাতে২ স্তুপ২ ঢেরি২ খাদ্য সামিগ্রি কত২ ভাণ্ডারিরা তাহাতে নিযুক্ত দ্রব্যজাতি আনয়ন করিতেছে এবং বিতরন করিতেছে এই মত

তাহারদের ক্রিয়া দিবা রাত্রি।——

দোমহলা বেশ ঘর। তাহার দক্ষিন পূর্ব্ব কোনে এক দ্বার আছিবা তাহা দিয়া গেলে সে স্থানে দেখিবা এক দিব্য সরোবর। রাজপুরের যাবদীয় পুরুষ মানুষ সেই সরোবরে সবেই স্নান করেন। তাহার অপূর্ব্ব নির্ম্মল জল। সরোবরের চারি পার্শ্ব তাহার তলা হইতে প্রস্তরে গ্রথিত। চারি পাড়ের ওপরে মৃত্তিক বিরচিত চারি বেদি। চারি দিগে শোভ প্রস্তরে রচিত চারি ঘাট। ঘাটের ওপরে অপূর্ব্ব বিরাজের স্থল দোমহলা। সে স্থান বড় সুগঠন।——

সরোবরের মধ্য স্থলে এক বেদি। প্রস্তরের ত্রিশ স্তম্ভ রোপন করিয়া তাহার ওপর দিব্য

চবুতারা। চবুতারার চারি পার্শ্বে সহস্র পদ্ম পুষ্পিত হইয়া রহিয়াছে এবং ভ্রমরেরা তাহাতে ঝঙ্কার ধ্বনি করিতেছে। এই মত শোভাকর সরোবর।——

সরোবরের দক্ষিন পশ্চিম কোনে আর এক দ্বার পাবা। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বরাবরি যাইয়া ডাহিন দিগে দ্বার পাইলে তাহার মধ্যে পশিও সেখানে দেখিবা পৃথক স্থান তাহাতে দেয়ান মুজদ্দিগিনের বৈঠক হয়। তাহার কোন স্থানে মালের কাছারি। কোন দিগে দেয়ানী ও ফৌজদারি আদালত তেজারতের কাছারি। এক দিগে কোন স্থানে পোদ্দারেরা টাকা পরখাই করিতেছে। এই মত অতি জলজলাট দিবা রাত্রি সেন্সাসে।——

তারপর তার উত্তর পশ্চিম কোন দিয়া চলিয়া যাইও উত্তর মুখ হইয়া বহু দূর গেল

বাম দিগে দ্বার পাইবা তাহা পার হইলে দেখিবা পুরী দেবালয়। তাহা হইতে দক্ষিণ মুখে বাহির হইবা মাত্রেই যে দ্বার পাইবা তাহার মধ্যে খাজানা খানা জানিও। সমস্ত আমদানির টাকা সেই স্থানে থাকে। খাজানা খানার পশ্চিম দিগে দ্বার পাইলে তাহে পশিলে দেখিবা দেবী পুজার পুর। তাহারি উত্তর পশ্চিম কোনে দ্বার সেথায় এক অল্প স্থান সেখানে বোবিনের গাছ।

তাহা পাছ করিয়া পশ্চিম মুখ দ্বারে গেলে দিব্য পুরী তাহার নাম দেয়ান খানা। তাহাতে রকমে২ খিলার কার খানা। তাহা দেখিয়া তাহার পশ্চিম দক্ষিণ কোনে গেলে দ্বার পাইবা সে তোষা খানা রাজার যাবদীয় ধন রত্ন রাখিবার স্থান। সে স্থান হইতে চলিতে২ দক্ষিণ মুখে হইয়া যাইও দক্ষিণ পূর্ব্বে দ্বার পাইবা তাহাতে পশিও। মহা রাজার কুটুম্ব অন্তরঙ্গ রহিবার

স্থান। সে পুরীর পুব্ব দিগে দ্বার তাহার মধ্যে বালকেরদের পাঠশালা।——

তাহা ছাড়াইলে দক্ষিন মুখ হইয়া গতি করিও। পুব্ব দক্ষিন কোনে দ্বার পাবা সে পুরির নাম নাচ ঘর। সে পুরী দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হবেক যে এ মত স্থান মানুষে কি মত গঠন করিল। ঝিকি মিকি করে তাহাতে দৃষ্টি করা কঠিন এ কারন তাহার যাব দীয় স্থান রতত্ত মণ্ডিত। তাহার মধ্য স্থল এক অপূব্ব স্থান তাহার মধ্যে নটীরা নৃত্য গীত করে। অনেক২ জন্তু তথায় আছে। কোন দিন নৃত্য দেখিতে মহা রাজা আসলে রানীগনের সহিত আগিমন করেন।——

সে পুরের দক্ষিন পশ্চিমে গেলে পুনর্দ্বার পাবা বৈঠক খানা পুরী তাহার নাম। এবং মহা রাজার জল পানীয় সামিগ্রি সেই স্থানে থাকে

তাহার অজ দক্ষিণে দ্বার সে মহা রাজার ইষ্ট পুজার স্থল। সে পুরীর পশ্চিমে যে দ্বার সেই অন্তঃপুর যাওনের পথ। তাহার মধ্যে যাইয়া পুথমত দেখিবা দিব্য দ্বার রক্ষক নপুংসক গন অনেক নপুংসক সেই দ্বার রক্ষাকরে। মহা বলবান তাহা যমে নাহি ডরে।——

সে দ্বার পার হইয়া গেলে অন্তঃপুরে পশ্চিয়া বামে দ্বার। দক্ষিন মুখ হইয়া সেই দ্বারে পুবেশ করিও পরে পশ্চিম মুখে পুনঃ দ্বার তাহা দিয়া যাইও ওত্তর মুখ হইয়া। অর্দ্ধ পথ গেলে সে ঘরের দ্বার পাইবা। ওত্তর দক্ষিন দিঘল চৌমহলা সো ঘর। তাহার সর্ব্ব ওপরে মহা রাজার রহিবার স্থল। চৌমহলা অবধি নিচে আর২ লোকের ঘরের পশ্চিমে এক লম্বা দোমহলা ঘর তাহাতে আর২ দুস্য জাতি থাকে। তাহার ওত্তর ভাগে রসই শালা।——

রসুই শালার পশ্চিম দিয়া পুষ্করিণির পথ। বড় ঘরের নিজ দক্ষিনেই অন্দরের বাজে লোকের সেত খানা আর২ সেত খানা দোমহলা তেমহলা চৌমহলা মহলা মহলায়তেই আছে। এই২ মত ধুম ঘাটের পুরী।——

এথা পুরী তৈয়ার হওনের পূর্ব্বে রাজা বিক্রমাদিত্যের পরলোক হইয়াছে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্প্রটি পূর্ব্বক সমাপন করিয়াছেন এই মত কতক কাল গত হয়। এক দিবস রাজা প্রতাপাদিত্য রাজা বসন্তরায়ের স্থানে কর পুটে কহিলেন শুন তাত মহা রাজা আজ্ঞা হয় করিতে ধুম ঘাটের পুরীর গৃহ প্রবেশ এবং এ দাসকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাতে বসন্তরায় বিবেচনা করিলেন এখন দাদার কাল হইল। এই দুরন্ত অঙ্কুর। অতএব সম্প্রতি অন্তর হইয়া থাকিলেই ভাল। এতদর্থে কহিলেন

আমি এখন সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। এই মধ্যে রাজা বসন্তরায় মন্ত্রিগণের সহিত [illegible] [illegible] রাজা প্রতাপাদিত্য রাজা হওন ও গৃহ প্রবেশন মহা মহোৎসবের সমবিধার সামগ্রি আয়োজনের আন্দাজি বরাদ্দের বিবেচনা করিতেছেন। ক্রোর টাকা খরচের বারাদ্দ হইল। নিমন্ত্রণ রাঢ় গৌড় বঙ্গ তাহাতে দুই দেশের কেবল প্রধান২ লোক রাজা ও অধ্যাপকগণ। বঙ্গের সামুদাইক ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য আর২ যাবদীয় অপরা পর লোক সমস্ত ইতর বর্ণ যবন ইত্যাদি ছত্রিশ জাতি। ইহাতে অতি মহা সম্মাট হবেক। ————

ইহারদের ভক্ষ্য ভুজ্য আয়োজন এবং রহিবার স্থান নিয়োজন করন এ সমস্তের সর্ব্বে সর্ব্বা কর্ত্তা রাজা বসন্তরায়। রহিবার

স্থান নিয়োজিত হইল পুরের মধ্যে। ভক্ষ্য দ্রব্য আয়োজন কর্ত্তা বাসুদেবরায় প্রভৃতি আটজন। আরং সহস্রাবধি লোক তাহারদের পরিবার গণমেং পরাণেরং কর্ম্মচারিরমধ্যে। স্থানে তাহারদের বরাদ্দ অনুক্রমে চাল সরু মোটা আতপ শুদ্ধল কলাই নানান প্রকার মাস কলাই মুগ অরহর খেসারি মসুরি মটর বুট্টা বোরা ইত্যাদি। তৈল ঘৃত লবণ মরিচ মিষ্ট রকমেং চিনি মিসরি এ সমস্ত জিনিসের সর্ব্দ পঁহুছিত হইল। দধি দুগ্ধ ঘির নবনি ছানা ও মিষ্টান্ন পিষ্টক চাতুর্ব্বিধ প্রকার চব্য চষ্য লেহ্য পেয় নানা প্রকার মিষ্টান্ন সমস্ত সামিগ্রির ফরমাইস দিলেন। নানা বিধ ফল নারিকেল আম্র পনস কদলি আরং সমস্তের ফরমাইস হইল। স্থানেং ভাণ্ডারি স্থান নিয়মিত সহস্রাবধি ভাণ্ডার। পরং মুটিয়া লোক ভাণ্ডারে নিয়োজিত হইল। ——

রাজা হওন ও গৃহ প্রবেশনের দিন নির্ণয় হইল বৈশাখী পূর্ণিমা মহা পুন্যাহ দিন তদানুসারে নিমন্ত্রন পত্রলিখিয়া দেশে২ ভাইগন পাঠাইলেন। সামিগ্রি সর্বাধীন দিবা রাত্রি নৌকা যোগে ও বলদে ও শকটে আপন সুগম মতে পরিপূর্ন্ন বোঝাই হইয়া নিযোজিত ভাণ্ডারে২ দাখিল হইতেছে।————

কর্ম্মের দিনের দশ দিবস পূর্ব্বে বরাখ্যত ব্রাহ্মনগন ও ভাট ফকির আর কাঙ্গালি লোকেরা আসিতে প্রবর্ত্ত হইল। বরাখ্যত সমস্ত লোকের রহিবার স্থল গড়ে২ নিযোজিত হইয়াছে তাঁহারদের পরিচারক লোকেরা আইসন মাত্রেই তাঁহারদিগকে সাতে করিয়া বাসায়২ স্থল দেয় এবং তাহার ভক্ষ্য দ্রব্যের ভাণ্ডার সেই২ স্থানের সান্নিধ্য। ভাণ্ডারিগনেরা সমাচার পাইলেই

লোকের গননা যতে সামিগ্রি দেয়। কোন লোক না পাইলাম বাক্য কহিতে পারে না।—

রাজাগন ও অধ্যাপক ও কায়স্ত ও বৈদ্য আর২ ব্রাহ্মন লোকেরদের আগমন পাঁচ দিন থাকিতে আরম্ভ হইল। পৌছবা মাত্রেই পরিচারক লোকেরা আপনং প্রভুরদের সেবাতে নিযুক্ত কদাচিৎ কাহ দিয়া কোন ত্রুটি হয় না। সকলেই আপনং বাসায় ভোজন পান গীত বাদ্য নৃত্য ক্রিয়াতে সকলেই সদানন্দ। তাং ং২ নৃত্য গীতে আমোদিত। ইহাতে বিমর্শ কেহ নহে সকলেই সদানন্দ।——

এই মতে শতাবধি সহশ্রাবধি ত্রিবিধ প্রকার লোকের আগমন হয় দিবা রাত্রি অবিরামে আসিতেছে। এইং মতে ক্রিয়ার পূর্ব্ব দিবস পর্য্যন্ত লোকেরদের আগমন হইল। সায়ংকাল

তোপাদ্ আমদানির ধুমা পড়িল।——

ধুমধাটে পঞ্চক্রোশি যানবারনা হইল। হাট ঘাট বাট নগির চাতরে বালা খানা ও তহ খানায় লোক পরিপূর্ণ খাও লও চতুর্দ্দিগে এই মাত্র রব না পাইলাম বাক্য কাহার বদনে নিস্মরে না। ভাণ্ডারিরা একং২ জনকে দশং২ জনের উপযুক্ত ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদান করিল তাহাতে সমস্ত লোক ভোজন পানে পরিতোষ। চারি দিগে সার্দ্ধু বাদ জয়ং২ কার ধ্বনি করিতেছে। সমস্ত লোকেরা এই মতে রজনী কাটিতেছে।—

অথ পুরের মধ্যে মহা রাজা বসন্তরায় ঠাকুর তর্ক পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যকে সাতে করিয়া যাইয়া রাজা প্রতাপাদিত্যের অধিবাস রাজ নিত্ত ক্রিয়া সমাচরন করিলেন।——

রাত্রীর শেষ ভাগে অত্রিরা এক কালে দ্বারে২ নৌবত খানায় নৌবত ও ঘন্টা ঘরে মত নাদীয় ঘন্টা আর গুড়ুরীয় বাদ্য করেরা আপনং জন্ত্রে সুনাদ করিতে প্রবর্ত্ত। বাদ্য ধ্বনিতে এক কালিন সহর সমেত সমস্তই কম্পমান। ধাঁ২ তাঁ২ এই মাত্র শব্দ চারি দিগে।

প্রত্যুষায় ব্রাহ্মনেরা প্রাতস্নান করিয়া বেদ ধ্বনি করিতে২ সভা গমন করিতেছেন। তৎপশ্চাত রাজা গনেরা ও নিরহ কায়স্থ বৈদ্যগন সেই মতাবলম্ব আর২ আপরাপর লোকেরা বরাহুত অনাহুত লোকেরা তামাসা দেখিতে সভাস্থ হইল যাইয়া।

তন্ত্রীগিনেরা সভার এক পার্শ্বে বসিয়া বিনা আদি জন্ত্রে মধুর ও মাধুর্য্য রাগে মঙ্গল আলাপ করিতেছে ঢকের মধ্যে বেদির চারি পার্শ্বে

ত্রিবিধ প্রকার লোকের বৈঠক। উপরি ভাগে অতি বৃহত সামিয়ানা চারি দিগে চেমহলার ছাতেতে করায়২ বন্ধ চক্ষের মধ্যে সূর্য্যের প্রকাশ নাই। এই মত আনন্দে সকলের বৈঠক হইয়াছে নট নটীগন নৃত্য গান করিতেছে এই মত আমোদেই সভা সত লোক সমস্ত আছেন।——

পুরীতে মঙ্গলাচার হইতেছে। দ্বারেং তণ্ডুল ও দধি লেপন করি। বারিপূর্ন্ন কুম্ভ সমস্ত পল্লব ও আম্র ফলে নিযোজিত হইয়া শোভা পাইয়াছে। পুষ্পমালা ও আম্র শাখা দ্বারেং দোলায়মান মনোরমা। নৃত্যকীরা দ্বারেং নৃত্য করিতেছে।——

শুভক্ষনানুসারে যশহর পুরীর সমস্ত রানী গনেরা রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া দিব্য

অম্লান বস্ত্র কেহবা পষ্ঠু বস্ত্র কেহবা কাম্রতাই কেহবা লক্ষ্মীবিলাষ কেহবা পীতাম্বর কেহবা নীলাম্বর নানান প্রকার পরিচ্ছদে সকলে পরিচ্ছদান্বিতা হইয়া বেশ বিন্যাস করিয়া বহুবিধ সুগন্ধি আতর প্রভৃতিতে আমোদিতা হইয়া চতুর্দ্দোলে আরোহনে ধুম ধামের পুরীতে আগমন করিতেছেন। ———

এক শত চতুর্দ্দোল পরিপূর্ন। অগ্রে রানীরা তাহারদের বালক বালিকা সহিত চতুর্দ্দোলারোহনে গমন করিতেছেন তৎপশ্চাত মনোরমা সেবকীরা সেই মতে। ইহারদের চারি পার্শ্বে মনোরমা নৃত্যকীগন চতুর্দ্দোলারোহনেতে শতং নৃত্যকী নৃত্য গীত বাদ্য ধ্বনী করিতেছে। সকলের অগ্র ভাগে রত্ন মণ্ডিত চতুর্দ্দোল তাহার বর্ননা কিঞ্চিত বলা যাইতেছে। ———

চারি ব্যাম দীর্ঘ প্রস্থ স্বর্ণ ভেলাকারি মণ্ডিত। চারি পার্শ্বের ঝালর। ওপরি ভাগে মখমলের বিছানা পাতিত। বিছানার চারি কোনারা টোপে বদ্ধ ঝালরের চারি দিগের মুড়ায় শত২ কাংশ্য ঘণ্টিকা দোলায়মান ঠুনু২ শব্দ করিতেছে। দোলার মধ্যস্থলে কাষ্ঠ নির্ম্মিত স্বর্ণ মাজ্জিত মন্দিরের আকার চূড়া সহযুক্তে দিব্য স্থান। সেই মন্দিরের চারি স্তম্ভ স্বর্ণ মণ্ডিত ওপরি ভাগে মখমলের ঘটাটোপ। তাহাতে তেজস্কর চুনি ইত্যাদি নানা বর্ণের প্রস্তর খচিত মুক্তার ঝারা চতুষ্পার্শ্বে। তাহার মধ্য দিব্য রত্ন মণ্ডিত সিংহাসন কতেক শোভাকর সামিগ্রি তাহাতে শোভা করিতেছে। তাহার মধ্যে জরির বিছানা ও বালিষ শোভা পাইতেছে। সেই আসনে মহা রাজা ও মহা রানী বিরাজমান ও বিরাজমানা মন্দিরের চারি দিগে কৃত্রিম পুষ্প উদ্যান

আতর ইত্যাদি সুগন্ধিতে রচিত। এই মত চতুর্দ্দোলারোহনেতে রানিগন বিরাজমানা হইয়া নুতন পুরীতে গমন করিতেছেন।———

সকলের আগে দ্বিজগন বেদ ওচ্চারন করি স্বস্তি বাক্য ওচ্চারন করিতেছেন। এই মতে প্রফুল্ল মনে গৃহ প্রবেশ করিলেন। গৃহ প্রবেশ হইলে রানীরদের আজ্ঞায় সেবকীরা তৈল পান ভক্ষ্য দ্রব্য মিষ্ঠান্ন প্রভৃতি দ্রব্য গরিব লোকেরদিগকে বিতরন করিতেছে। এই২ মতে সকলেই আনন্দিত। পুরীর মধ্যে চারি দিগে জয়২ কার ধ্বনি হইতেছে।————

বাহিরে শুভলগ্নানুসারে মহা রাজার অভিশেক করিয়া চকের মধ্য স্থলে স্ফাটিক রচিত শোভাকর মঞ্চে দিব্য সিংহাসন শোভা করিতেছে তাহার মধ্যে আসন করাইলেন

মঞ্চের ওপরে রাজা প্রতাপাদিত্যকে রত্ন আভরনে ভুষিত করিয়া স্বর্ন টোপর মস্তকে দিয়া সিংহাসনে বসাইলে এক কালে জন্ত্রীরা সমস্ত জন্ত্রে ধ্বনি করিলে বাদ্যের শব্দ অতি শয় হইয়া সমস্তকে কম্পিত বম্পমান করিলেক ।

এক জন পশ্চাত ভাগে থাকিয়া রাজার ওপরি ভাগে রত্ন খচিত ছত্র ধারন করিল । আর২ শত২ জন শ্বেত চামর কৃষ্ণ চামর ব্যাজন করিতেছে এবং শত২ ময়ুর ছল লইয়া লোকেরা উপস্থিত হইয়া রহিয়াছে । মঞ্চের নিকট হইতে পুরির চকের মুড়া পর্য্যন্ত দোবাতারি আসাবরদার ও চাপদার ও বান ও নিশানও বরশি ও ভালা চালিয়াত শিপাহিরা সমস্ত ভাগুছিল ।——

দ্বারের ওপর নকিব লোকেরা জয় ধ্বনি

ঘোষাইতেছে। মহারাজের জয় হউক২। এই মত রব চারি দিগে উঠিল। গড়ের উপরের তোবচিন লোকেরা এক কালিন সমস্ত তোবের দেহড় করিল। বন্দুক ওয়ালা বরকন্দাজেরা ও সেই মত করিল। সর্ব্বত্রে জয়২ কার ধ্বনি হইলে সভাস্থ রাজাগন ক্রমে২ সভা হইতে উত্থান করিয়া যৌতুক প্রদানে সম্ভাষিত হইতেছেন। এই২ মতে ক্রমে২ সমস্ত রাজাগন সম্ভাষা করনের পরে আর২ প্রধান২ লোকেরা উত্থান করিয়া যৌতুক দেওনের দ্বারায় সম্ভাষা করিলেন। পরে কুটুম্বাত্ত রক্ষি বন্ধু বান্ধব যাবদীয় সকলেই সেই মত।—

এবং মহা রাজার প্রধান২ চাকর লোকেরা নজর প্রদান ও উত্তরত ও প্রণামাদি করিয়া আপন২ নিরূপিত স্থানে ডাণ্ডাইলেন। পরে সমস্ত চাকর ও রাইয়ত লোক

নজর দিয়া পুস্তাক আলাপে সন্মানিত হইল। এইং মতে মহা রাজা এ ক্রিয়া শাঙ্গ করিয়া দ্বিজ সভার গতি করিয়া পণ্ডিত এবং আর দ্বিজগণ সমস্তকেই যথেষ্ঠ সন্মান করিয়া বাসায় বিদায় করিলেন তাঁহারদিগিকে। ——

তৎপরে আপনারদের স্বশ্রী সভায় যাইয়া প্রথমে রাজা বসন্তরায় খুল্লতাতের পদে নত হইয়া পড়িলে আপনি রাজা ভ্রাতস্পুত্র কুমার বাহাদুর রাজাকে ক্রোড়ে করিয়া শির চুম্বনে বিস্তারিত সমাদর করিলেন এবং আরং সকলেরি সহিত মিলনের পরে অন্তঃপুরে গমন করিলেন। ——

সে স্থানে রাজার গুরু পরম্নরা রাণী ঠাকুরাণীরা পূর্বেই মঙ্গল রচনা করিয়া রাখিয়া ছিলেন তদানুরূপ সাজিত্য করিয়া রাণীকে রাজার বাম পার্শ্বে একত্তর রাখিয়া বরণ

ইত্যাদি নারী ব্যবহার মঙ্গলাচার করিয়া ঘরের মধ্যে দিব্য পুষ্প শয্যায় বসাইয়া মঙ্গল আরত্তি করিয়া যৌতুক রাজা ও দিলে সকলকে পরিচা মতে সন্মান রক্ষা করিলেন।——

বাহির ভাগে যাবৎ বরাহুত লোক পৃথক২ স্থানে রাজা বসন্তরায় আপনে যত্ন পূর্ব্বক সকলকে মিষ্টান্ন পক্কান্ন ভোজন করাইয়া পরিতোষ করিলেন। সর্ব্বত্রেই ধন্য২বার হইল।——

পরাহ্নে যথেষ্ট সন্মানে রাজা ও পণ্ডিত ও আর২ দ্বিজগন এবং শূদ্রান২ কায়স্থ ও বৈদ্য আর২ যে কেহ ছিল সকলকেই বিদায় করিলেন।——

পর দিবস বরাহুত লোকেরদিগকে দুতি দানেরে এক বৎসর কাটালের ও পুরু অর্থ

দিয়া বিদায় করিলেন। ইহাতে সুখ্যাতির ধ্বনি দেশ বিদেশ আসমুদ্র হইল মহা রাজার যশ সর্ব্বত্রেই ঘোষনা।——

স্বশ্রেণী লোকেরদিগকে নিমন্ত্রণ দিয়া এক দিবস পঙ্ক্তি ভোজন হইল। এবং সকলেরি সন্মান পূর্ব্বক আপন২ স্থানে বিদায় করনের পরে এক মাস ভাগাদি যশহর পুরের সকলের অবস্থিতি ধুম ধাট ছিল। তাহারা ও সন্মানিত হইয়া আপন২ স্থানে যাত্রা করিলেন। এই মতে এ কার্য্যের সঙ্কুলন হইল।——

রাজা প্রতাপাদিত্য মহা রাজা হইলেন। তাহার রানী মহা রানী। বঙ্গ ভূমি অধিকার সমস্তই তাহারি করতলে। এই মত বৈভবে কতক কাল গত হয়। রাজা প্রতাপাদিত্য মনে বিচার করেন আমি এক ছত্রী রাজা হইব এ দেশের

মধ্যে কিন্তু খুড়া মহাশয় থাকিতে হইতে পারে না। ইহার মরণের পরে ইহার সন্তানেরদিগকে দূর করিয়া দিব। তবেই আমার একাধিপত্য হইল। এখন কিছু কাল ধৈর্য্য অবলম্বন কর্ত্তব্য। এই মতে ঐশ্বর্য্য পর২ বৃদ্ধি হইতেছে। নিকটবর্ত্তি আর২ পট্টীদার যে২ ছিল সমস্তকেই উৎখাত করিয়া দিয়া আপনিই সর্ব্বাধ্যক্ষ হইল। কোন ক্রমে আর হ্রাস নাই পর পর বৃদ্ধি।——

বিবেচনা করিল আমার ধনের কিছু অধিক আকিঞ্চন নাই। তাহা প্রচুর মতেই আছে। এখন আমি কেন সামন্তের বাহুল্য না করিয়া ন একাদশ হুয়ারদিগকে আপন কাবুর মধ্যে না আনি। এখন আমি ইহাতে অপারক নাহি সম্বরক্ষম।——

সে সময় এ প্রদেশে বারো ভূঞা ছিল। বাঙ্গালা বেহার ওড়িস্যার কতক আসাম এই২ দেশ তাহারদের বারো জনের অধিকার। তাহারদের এক জন রাজা প্রতাপাদিত্য এই২ মত বিবেচনা করেন। এবং সৈন্য সংগ্রহ করিতে প্রবর্ত্ত ক্রমে২ সৈন্য জমা করিতেছেন। রাজা প্রতাপাদিত্য অতি ভাগ্যমন্ত রাজা।

লোকে বলে যশহরীশ্বরী ঠাকুরানী। তিনি অদ্যাপিও আছেন। মহা রাজাকে সদয় হইয়া বর দিলেন তাহাতেই ওহার এতেক প্রবলতা। তাহার বিবরন এই শুনিয়াছি।

এক দিবস রাজার বাহির গড়ের সেনাপতি কমলখোজা নামে এক জন মহা পরাক্রান্ত এবং রাজার কাছে বড়ই প্রতিপন্ন হাত যোড় করিয়া নিবেদন করিল রাজার গোচরে। মহা

আর আমি দুই তিন দিবস হইতে দেখিতেছি রাত্রি দুই প্রহরের পরে ঐ জঙ্গলটাতে অকস্মাত অগ্নি আবার প্রজ্বলিত হয় বড়ই দীপ্তিকর প্রচণ্ড অনলেরন্যায় তাহাতে প্রথম দিবস ঠাওরাইলাম বুঝি কোন রাখাল ইত্যাদি লোক এ বনে অগ্নি দিয়া থাকিবেক তাহাতে রাত্রে প্রজ্বলিত হইয়াছে। প্রাতে দৌড় পৌয়ারিতে যাইয়া দেখিলাম বন পূর্ব্ব মতই আছে বরং অধিক তেজস্ব। দুই তিন দিবস হইতে আমি এই মত২ দেখিতেছি। মহা রাজা আমাকে ভ্রান্ত জ্ঞান করিবেন এ পরাভয় প্রযুক্ত নিবেদন করি নাই।——

আদ্য সেই স্থানে এক আশ্চর্য্য ক্রিয়া হইয়াছে। রাখাল লোকেরা প্রত্যহ ঐ মাঠে গরু ছাড়িয়া দিয়া ঐখানে খেলায়। আদ্য তাহারা পূর্ব্ব মত বসিয়া ছিল তাহাতে সেই

স্থলে একটা ডিঙ্গি আছে বনের ফুল ইত্যাদি সেই ডিঙ্গিতে সাজাইয়া নিরূপিত করিল এক থালি সিন্দুরালী এবং ফুল দিয়া সেই ডিঙ্গিতে পূজা করিল। ওই রাখালেরদের কেহ নিরূপিত হইল কর্ম্মকর্ত্তা। কেহ পুরোহিত। তাহারদের কেহ ছাগল। এক গাছ হোগলা ঘাস আনিয়া নির্ম্মাণ করিল খড়্গ।———

পরে ছাগল নিরূপিত ছোকরা ওবুড় হইয়া পড়িলে বলিদান কারক নিযোজিত হোগলার খড়্গ উঠাইয়া এক কোপ মারিল তাহার ঘাড়ে তাহাতেই তাহার শির ছেদন হইয়া বেগে রক্ত ছুটিল ছোকরা ধড় ফড় করিতে লাগিল। অন্য২ ছোকরা পলায়ন পর পরে সে শির কাটা ছোকরার মাতা পিতা নালিস করিলে অন্য২ ছোকরারদিগকে আক্রমন করিয়া

আনা গিয়াছে। সমস্ত জোকরারা এই মত হছে এবং সে কাটা শব সেই স্থানেই আছে এবং তাহার পিতা মাতার চৌকিদার।——

রাজা এ আশ্চর্য্য কথা শ্রবন মাত্রেই সমস্ত সভা সমেত উত্থান করিয়া আপনং জনারো হনে সেই স্থানে গেলে খোজা সেনাপতির বাক্য তৎমতে হিদিত্ত হইল। দেখিলেন সে চিপিতে নানা প্রকার ফুল সাজাইয়াছে এবং মুণ্ড কাটা জোকরা ও সে হোপলার খাঁড়া রক্ত মিশ্রিত। রাজা আরং জোকরারদিগকে নিকটে ডাকিয়া বিবরন তৎমতে জ্ঞাত হইলেন তাহার দিগ হইতে কিন্তু ইহার হেতু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।——

শব মৃত শরীরের লক্ষন কিছুই হয় না শরীরের উত্তাপ জীবত শরীরের মত স্থলেও

দ ও হয় নাই কেবল কুঞ্জ মুত
য়া রক্ত অনেক পাত হইয়াছে
ও নির্য্যাস করিতে পারিলেন না।
আনাইয়া তাহার মধ্যে ঢোকরাই
শরীর রাখিয়া সিন্দুকের চাবি
জে রাখিলেন। জোহারের মাতা
লেন কল্য প্রাতে ইহার বিচার
আজি তোরা সমস্ত যা। ————

তে সকলেই আপন স্থানে গতি করিলে
ন খোজা সনাপতি সমভিব্যারে করিয়া
ন গড়ে স্থিতি করিলেনসে দিবস
ািতে ঘের নিশায় দেখেন এক অগ্নি
হতে এবং উঠিল সেই
ক্র বৃদ্ধি হইয়া গগন
বাক্য কহি

গতি করিলেন সে স্থানে। ক

ঘোড়া অজ্ঞানাবৃত হইয়া ঘোড়া

ঘোড়া পলায়ন করিল। ঘোড়া প

এক্ষণে রাজা জানিতে পারিলেন

বৃত্তান্ত। রাজা অতি নিকটবর্ত্তি হ

ও ঘোড়া ক্রমে পড়িয়া গেল তাহা

না পাঁছাইয়া অগ্নে বেগে গড়ি

মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিলেন জ্যো

ঊর্দ্ধে শূন্যে স্থাপিত। তাহার মধ্যে দৃষ্টি

দেখেন সিংহাসনাম্ এক সুন্দরী

তাহারি শরীর হইতে ঐ সমস্ত জ্যোতি

কিঞ্চিত পরে মূর্চ্ছিত পড়িলেন

যাহা স্থান হইতে শরীর

লেন। আশ্চ

জ্যোতির

তোকে একারন আমার স্থানের নিকটে বাস দিলাম তোকে। এ চিপি খোদন করিয়া যাহা পাইবি ইহার মধ্যে তাহা এই স্থানে স্থাপিত করিস। সে আমারি অনুকল্প জানিবি। তোর পুত্রা পুত্র রাখোন মরে নাই। তাহাকে পাইবি তাহার মাতার ক্রোড়ে ঘুমাইয়া রহিয়াছে।—

তোর ঐশ্বর্য্য হবেক বহুত তোর পিতৃ পিতামহ হইতে। এ ভূমি সমস্ত হবেক তোর করতল। আমি কন্যা ভাবে স্থিতি করিব তোর গৃহে যাবৎ তুই বিদায় না করিবি আমাকে। এবং আমার এই আজ্ঞা মানিস স্ত্রীনু কি তাহার দুঃখ দাতা কদাচ হইবি না। সেই হবে তোর কালের অন্ত। এই মাত্র শুনিল।—

পরে চৈতন্য পাইয়া দেখিল ঘোরতর অন্ধকার। কমল খোলা কোথায়। কোথায়

রাহিল। অন্ধ কোথায়। সে দীপ্তি কিছুই দেখিতে পায় না। কেবল দেখে আপনি ঝুলাতে লোটা ডেছে। কিন্তু স্বপ্নের ন্যায় যে সমস্ত দেখিল তাহা সমস্তই তাহার মনে পড়িয়াছে।—

উত্থান করিয়া খোজা সেনাপতির অন্বেষণ করিতেং দেখেন সে পড়িয়া রহিয়াছে এক খাদের মধ্যে। তাহাতে চেতনা করিয়া বলিল এ কি। এথায় পড়িয়াছ কেন। সে বলিল আমি ইহার কিছুই জানি না মহা তেজ দেখিতে ছিলাম। এইং মাত্র মনে আছে। আর কিছুই জানি না। রাজা বলিলেন আইসহ আমার সাতে তাহী দেখি লইয়া সিন্দুক কোথায়। এবং উল্লান করিয়া দেখেন সিন্দুকের ডালা এক স্থানে ও খোল আর এক স্থানে মৃত জোকরা তাহার মধ্যে নাহি। পরে রাজা খোজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কেমন। তুমি এ জোকরার বাহী

কোথায় জান। খোজা বলিল হাঁ মহা রাজা এই যে গড়ের নিকটেই তাহার পিতা মাতার ঘর। দুই জন সেই ক্ষণে তাহারদের বাটীতে যাইয়া দেখিলেন ঘরের দ্বার খোলা কিন্তু মানুষ সমস্ত নিদ্রিত।————

খোজা শোর করিয়া ডাকিলে সেই ক্ষণে সে আসিয়া জানিল মাহা রাজা তাহার বাটীতে। ত্রস্ত হইয়া কাকুতিতে বলিল মাহা রাজ আমার কি তকসির। মহা রাজ এত রাত্রে এ কাঙ্গালির কুড়িয়ার দ্বারে কেন। রাজা কহিলেন তোর কোন তকসির নহে। তোর ছোয়াল কোথায়। সে কাঁদিতেং বলিল মহা রাজ সে মহা রাজার শিন্দুকের মধ্যে। হায়ং করিতেছে। রাজা কহিলেন ভাবনা নাই আলো জ্বাল। তাহা করিলে দেখে সে ছোঁড়া শুইয়া আছে তাহার মাতার সহিত। মহা রাজা খোজরা ও তাহার

পিতাকে হাতে করিয়া আনিলেন তাহার গড়ের মধ্যে।——

পাঁতে জোহরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কি সমাচার। তোর এ গতিকের বৃত্তান্ত কি। জোহরা বলিল মহা রাজ আমি আর কিছুই জানি না আমরা ওই ঢিপিতে পূজা করিতেছিলাম তাহাতে আমি অজ্ঞা নিকম্পিত হইয়াছিলাম। আমি স্নান করিয়া আসিয়া শয়ন করিলাম বলিদান হওনের কারন এই মাত্র আমি জানি পরে বাকী তাকি লেন চেতনা হইয়া দেখিলাম মাতৃ ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রহিয়াছি।——

রাজা জোহরা ও তাহার পিতাকে বিস্তর২ ইনাম বখশিষ দিয়া সে ঢিপি খোদাইতে২ দেখিলেন এক পুস্তরের মুণ্ড প্রকাশ হইল। তাহার গলা পর্য্যন্ত খোদন হইলে অকস্মাত

এই পুন্য কাশী হইল। দৃষ্কিত হও এই পর্য্যন্ত। তাহাতে আর মৃত্তিকা না কাটিয়া ওই ভাগাদি মূড়া দিলেন এবং তাহারি চারি ভিত লইয়া ঘর প্রস্তুত করাইয়া দিব্য সেবার বন্ধান করিয়া দিলেন।——

লোকে বলে তাহার বিদ্যমার সময় সেই কাশী দক্ষিণ বাহিনী পশ্চিম বাহিনী হইলেন তাহার বিবরন পশ্চাৎ লেখা যাইবেক।——

রাজা প্রতাপাদিত্যের ভাগ্য পরং প্রসন্ন হইল এবং নষ্ট বুদ্ধি ও সেই মত। শিষ্টাচারের ত্রুটি ছিল না। দাত শক্তিতে ওত্তম দাতা প্রতি দিবস একং শত আশরফি কাঙ্গালি লোকের দিগিকে দিয়া জল যোগ করিত এ নিত্য নৈমিত্য কের দান। আরং ইহা ছাড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোকেরদিগকে কতেক দিত তাহা কে

সন্ন্যা করে। দানে অদ্বিতীয় এই মত দাতা।

এক দিন পুর মধ্যে রাজা ও রানী বসিয়া ছিলেন এই কালে এক কাঙ্গালিনী আসিয়া কিছু যাচিঞা করিল মহা রাজার কাছে তাহাতে মহা রাজার আজ্ঞা মতে মহা রানী পূর্ব্ব এক থলিয়ার ওপর হইতে এক মুঠা আশরফি দিতেছিলেন দৈবক্রমে মহা রানীর হাত হইতে একটা পুনরায় সেই থলিয়ার মধ্যে পড়িল রানী ফের সেইটা ওঠাইতেছিলেন ইহাতে রাজা কহিলেন তুমি আর কোনটা পড়িয়াছে তোমার হাত হইতে। রানী কহিলেন না আমার তাহা চেনা নাহি। পরে রাজার আজ্ঞা ক্রমে সে থলিয়া সমেত আশরফি দিলেন কাঙ্গালিনীকে তাহাতে সহস্র আশরফি ছিল। দেখ এ কি মত দান।

এই মতে ছিল তাহার দান। এক কালে দিল্লির

বাদসাহের সন্মুখে হইল তাঁহার দানের প্রসংশা। একবর বাদসাহের পরে তাঁহার পুত্র জাঁহাগির সাহ বাদসাহ হন তাঁহাতে তখনকার বাদসাহ লোকের ব্যবহার ছিল তক্তে বৈসনের পূর্ব্বে বেগমের সহিত একত্তর অভিশেক হইতে। কিন্তু এক জন বেগম ও দিল নিযুক্ত হইতে। তাহার বিবরন এই।—

যত২ মহা রাজারা হেন্দোস্থানে ছিলেন তাঁহারদের আপনা দেশের এক২ সুন্দরী কন্যা নব বাদসাহকে ডোলা দিতেন তাহাতে যাহাকে বাদসাহের মনোরম হইত তাহারি সহিত অভিশেক হইলে তিনি হইতেন খাশ বেগম। জাঁহাগির বাদসাহের সময় সকল রাজাগনেরাই ডোলা দিয়া ছিলেন তাহাতে বাদসহের পসন্দ হইল দুই ডোলা চিতোরের রাজার এবং যশহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের।

তাহাতে এই দুই কন্যার মধ্যে বিরোধ হইয়া এক জন বলে আমি চিতোরের মহা রাজার পালক পুত্রী আমার বাপ হইতে কে অধিক সম্ভ্রান্ত হেন্দোস্থানের মধ্যে আমারি সাতে বাদসাহের অভিশেক হবেক। এ ও কহে আমি মহা রাজা পুত্তাপাদিত্যের পুত্রী আমার বাপ প্রধান হেন্দোস্থানের রাজাগনের মধ্যে অতএব আমিই হইব খাশ বেগম। এই মতে দুই জনে কন্দল। বাদসাহ ইহারদের মধ্যস্থ হইলেন। নিয়ম হইল রাজা ভাট সকলের বৃত্তান্ত জানে সে যাহা কহিবেক তাহাই করা যাবেক। ভাটকে ডাকিয়া বাদসাহ আপন সম্মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন হেন্দোস্থানের মহা রাজাগনের মধ্যে কেটা হয় অতি মহা রাজা।

ভাট শোলোক করিয়া বলিল জাঁহাপনা এ

সকলেই আমার কাছে মহা রাজা তাহার মধ্যে তিন ব্যক্তি অতি মহা রাজা। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে স্বর্গে ইন্দ্র পাতালে বাসুকি পৃথিবীতে প্রতাপাদিত্য ইহা ব্যতিরেক আর কেহ অতি মহা রাজা নাই সংসারের মধ্যে। সমস্ত রাজাগনের দরবারের আমার গতায়াত আছে তাহাতে চিতোরে আমি যখন গিয়া ছিলাম সে মহা রাজা আমাকে দিয়া ছিলেন পাঁচ হাজার টাকা ও এক ঘোড়া। এই মাত্র।—

যশহরে গেলে তিন চারি মাস পর্য্যন্ত মহা রাজাকে দেখিতে পাই না এবং আমার সংবাদ ও মহা রাজাতক পৌছে না। এক দিবস মহা রাজা শিকারে বাহির হইলে আমি বহুত তফাত থাকিয়া আশীষ ফোকারিলে মহা রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তুই কে। আমি কহিলাম মহারাজা আমি হস্তিনা পুরের রাজ

ভাট আশীস করিতে আসিয়াছে মহা রাজা কে। তাহাতে আজ্ঞা হইল তুমি এখানে থাকহ আমি ফিরিয়া আইলে তোমাকে বিদায় করিব। আমি বিনয় পুর্ব্বক কহিলাম মহা রাজা আমি এখানে আসিয়া ছয় মাসের পরে একবারে সাখ্যাত পাইলাম আর আমার মহা রাজার সাখ্যাত পওনের সম্ভাব্য হবেক না আজ্ঞা হয় আমাকে বিদায় করেন। মহা রাজা আজ্ঞা করিলেন আমি ফিরিয়া আইলে তোমার ভাল হইত। আচ্ছা। পরে হুকুম করিলেন দেয়ানকে ভাট বিদায় করহ নগদ লক্ষ টাকা এক হাতি আর পাচ ঘোড়া দেহ উহাকে। হটাত কারের কারন এই মতে প্রাপ্তি আমার হইল। সে খানে যদিও দেরি করিতাম আর কতেক পাইতাম এই মত মহা রাজা প্রতাপাদিত্য তাহার তুল্য কোন কেহ নাই হেন্দোস্থানে। অতএব প্রতাপা দিত্যের তাঁহার কন্যা হইলেন খাশ বেগম।

মহা রাজার সময়েতে তিনি এক দিবস কল্প তরু হইয়া ছিলেন। তাঁহার নিয়ম এই। যে যাহা যাচিঞা করে তাহাই দিতে হয় প্রাণ পর্য্যন্ত সীমা। মহা রাজা ও মহা রাণী এক সিংহাসনে বসিয়া এই মত দান করিতে ছিলেন বিশ লক্ষ টাকা দান করেন সেই দিন। মধ্যাহ্ন সময় এক জন দুঃখীন ব্রাহ্মণ রাজাকে পরখ করিবার জন্য আসিয়া বলিল মহা রাজা আমি আর কিছু চাহি না কেবল তোমার রাণী দেহ আমাকে। ইহাতে রাজা দ্বিরুক্ত ব্যাক্ত করিলেন না। রাণীকে কহিলেন তুমি যাও। এবং রাণী ও সে দণ্ড কর পুটে ওঠাইলেন ব্রাহ্মণের সম্মুখে। হইতে সমস্ত লোক চমকিত হইল। মহা রাজার মহা রাণী এবং রাজা ওদয় আদিতের মাতা ইহাকে দরিদ্র ব্রাহ্মণ লইয়া যায় এ কি অসম্ভব। ————

এই মতে সকলে কহা বলা করিতেছে। ব্রাহ্মণ রাজার দান শক্তির সাহস দেখিয়া বড়ই তুষ্ট হইয়া বিস্তর২ আশীর্ব্বাদ করিলেন মহা রাজাকে ব্রাহ্মণ কহিলেন মহা রাজা ইনি আমার কন্যার মত আমি ফের ইহাঁকে দিলাম মহা রাজাকে। রাজা বলেন এ কি কথা। আমি আমার রাণী দিলাম তোমাকে পুনর্ব্বার আমি দান লইব তোমা হইতে। ইহা কদাচ হইতে পারিবে না। পশ্চাৎ ব্রাহ্মণের নিতান্ত যেদ্বের এই মত হইল রাণীর অঙ্গের যাবদীয় অলঙ্কার এবং রাণীকে ওজন করিয়া স্বর্ণ এই সমস্ত দিলেন ব্রাহ্মণকে। ব্রাহ্মণ সে সমস্ত আমিগ্নি সেই স্থানে বসিয়া বিতরণ করিয়া দিল কাঙ্গালি লোকেরদিগকে। এ মত দাতা রাজা প্রতাপাদিত্য। তাঁহার অতি বৃহত দানে সে হয় ওত্তম দাতা। দেবতার ইচ্ছা ক্রমে ইহার সৎক্রিয়ার পরিসীমা রহিল না সদ্গু

গরিবকে পরিতোষ না করিয়া আপনি কিছু আহার করিতেন না। এই নিয়ম ছিল।—

রাজা বসন্তরায় ও দেবতার ইচ্ছায় পরম সুখি তাহার এগার পুত্র সন্তান ইহা ব্যতিরেক কন্যা সন্ততি এবং পৌত্র দৌহিত্র ইত্যাদি অতি বৃহত গোষ্ঠি এবং জমিদারির ছয় আনা হিস্যা ইহাতে নির্ব্বিঘ্ন পরম সুখে আছে।—

প্রতাপাদিত্য পূর্ব্ব হইতেই সেনা সংগ্রহ করিতেছিল যখন দেখিল প্রচুর মতে সামন্ত প্রস্তুত বিচার করিল এখন আর আমার দিল্লিতে কর দেওনের আবশ্যক কি এবং ভুইয়ার দিগিকে ও আপন করতল করিতে হবেক এবং এ প্রদেশে এক ছত্রী হইতে পারি কিন্তু খুড়া মহাশয় থাকিতে আমি পারি রূপে হইতে পারিতেছি না। আচ্ছা পশ্চাত তাহার প্রতিকার

করিব অগ্রে ভুঞাঁরদিগকে শাসন করিব এবং বাদসাহি কর ওঠাইয়া দিব।

এই মতনে সৈন্যের সাজনি করিয়া সেনাপতি মহা বীর কমল খোজা। পঞ্চবিংশতি সহস্র বাহিনীতে প্রথমত রাজমহল প্রবেশ করিলে মুহুর্ত্তেক রণে সে স্থানকার নবাবকে পরাজয় করিয়া দশ ক্রোর কেবল নগদ তঙ্কা পাইলে রাজমহলে সেখানকার নবাব দন্তে তৃণ লইয়া পলাইল ঢাকার কেল্লায় সেই স্থানে আপনা রক্ষা করিয়া রহিলেন। পরে২ কেল্লা২ জয়ী হইতে২ পাটনা পর্য্যন্ত ইহার করতল হইল। দিল্লিতে কর দেওন এক কালিন বন্দ।

এ দিগে কায়েৎ কেদার রায় প্রভৃতি ভুইয়াঁর দিগকে নিপাত করিয়া তাহারদের রাজ্য

লইল। আপন তরফের লোক সর্ব্বত্রে নিযুক্ত করিয়া রাজ্য রাজ্যের খাজানা আদায়েতে প্রবর্ত্ত। তাঁহারদের মধ্যে কেবল রাজা রাম চন্দ্র বাকলা ওয়ালা হইয়া তাহার রাজ্য কবজ করিল এবং সে পলায়ন করিয়া দেশান্তরি হইল। তাহার বিবরণ এই।——

রাম চন্দ্র প্রতাপাদিত্যের জামাতা তাহার অধিকারের উপর চড়াই না করিয়া খাওরাই কোন কৌশলে দেশ কবজ করে তাহা করিল একটা প্রবন্ধ নিমন্ত্রণ দিয়া তাহাকে আনাইল স্বীয় বাটি নিজ পুরির মধ্যে তাহাতে খাতির জমা থাকিল ভাবিল এখন কাবুর তলে থাকিলেন আবশ্যক হইলে ইহাকে সংহার করনের আটক হবেক না আর২ কেদার রায় প্রভৃতি সমস্তকেই নিপাত করিয়া তাহার অধিকার আপন লোক দিয়া শাসন করিলেন।

ইতি মধ্যে রাম চন্দ্র ব্যতিরেক আর২ সমস্তই করতল প্রতাপাদিত্য টাওরাইলেন এখন রাম চন্দ্রের রাজ্য কবজ করনে আটক হইতে পারে না। মাত্র অখ্যাতি লোকে বলিবেক জামাতার অধিকার কাড়িয়া লইল ইহা না করিয়া যদি উহাকে গুপ্তে সংহার করিয়া মৃত্যুর সমাচার সর্ব্বত্রে দিয়া শোকাচার করিলে পশ্চাত রাজ্য কবজ করনে অখ্যাতি হবেক না। অতএব সেই কর্ত্তব্য।——

এই রচনা করিয়া হুকুম হইল অদ্যই কোন ক্রমে গুপ্তে সংহার করহ তাহাকে। বিবেচনা এই হইল। প্রাতে যখন গাত্রোথান করিয়া বাহিরে যাবে সেই কালে কাটিতা ক্রমে গুপ্তে তাহার শির ছেদন করে।——

এই কথা পরামর্শ হইলে অস্ত্রধারি লোক স্থানে২ নিয়োজিত হইল। এ সকল কথা পরস্পর

পুরী মধ্যে প্রচার হইলে রাজ কন্যা শুনিয়া চমৎকৃত দিবাংশে স্বামীর গোচর করিতে পারেন না। এই রূপ চিন্তাতে দিবা গত হইলে কামিতা ক্রমে স্বামীকে এ সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাতে নিবেদন করিলেন। রাজ জামাতা এ সকল শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং যথোচিত ক্ষুন্ন ভাবিলেন কি ক্রমে এখান হইতে নির্গত হইতে পারা যায়। রাজ কন্যা কহেন উপায় কিছু দেখি না ঈশ্বর বুঝি আমার বৈবিধ্য দশা করিলেন।

রায় বিস্তর চিন্তিয়া কহিলেন তোমার ভ্রাতা উদয়াদিত্যের সহিত আমার যথেষ্ট প্রণয় তুমি তাহাকে এ স্থানে আনিতে পারিলে যদি তাহা হইতে ইহার কোন উপায় হয়। রাজ কন্যা স্বামী আজ্ঞানুসারে ভ্রাতা নিকট গমন করিয়া আপন স্বামির স্থানে গুপ্তে আনয়ন করিলেন রায় সবিনয়েতে বেওরা বিদিত

করিলে রাজ কুমার চিন্তিত হইয়া কহিলেন ইহার আর কিছু ওপায় দেখিতেছি না। কেবল একটা সুপাত্রিক হইয়াছে।——

অদ্য এই রাত্রে খুল্ল পিতামহের বাটীতে নাচ দেখিবার অনুরোধ আছে তাহাতে আমার যাওয়া আবশ্যক ইহাতে যদিত তুমি কিছু কঠিন কর্ম্মে শক্ত হইতে পারহ তবে আমি এ সঙ্কট হইতে মুক্তা করিতে পারি। রায় হর্ষ হইয়া কহিলেন কহ কি কঠিন কার্য্য অদ্য আমি যে বিপদ গ্রস্ত যে কোন কর্ম্ম আমার ওপকার দর্শে তাহাতেই আমি শক্ত। রাজ পুত্র কহিলেন তোমার পালকি কাঁধে লইতে হবে না কিন্তু তুমি গতি কর আমার অঞ্চলে পরিচ্ছদান্বিত হও আমার মশালচির পরিচ্ছদে। তবে দেবতা যাহা করেন।——

রাম প্রাণের রক্ষার্থে রাজ কুমারের মতাবলম্বি হইয়া মুওয়ারির সমভিব্যারে মশাল ধরিয়া প্রস্থান করিলেন এই২ মতে এ দুর্গম হইতে পরিত্রাণ হইয়া অতি দ্রুত আপন আশ্রিত সমুদয় নৌকা আরোহিয়া ঐ রাত্রে খোড়া কাটির নালা মুগাল করিয়া মরিচা নদিতে নৌকা দিলে প্রফুল্ল হইয়া এক কালিন তোব ও বন্দুকের দেহড় ও নাকারা ইত্যাদিতে ডঙ্কা দিলে শব্দানুসারে রাজা প্রতাপাদিত্যে চৈতন্য পাইয়া প্রহরিরদিগিকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি শব্দ শুনা যায়। উত্তর। বুঝি রামচন্দ্র প্রস্থান করিল। ঐ প্রসঙ্গেতেই রাত্রি প্রভাত হইলে মহা রাজা প্রাতঃ কালে গুপ্ত অনুসন্ধানে জানিলেন রাজাবসন্তরায়নাচের ছলার নিমন্ত্রণে রাম চন্দ্রকে বাহির করিয়া দিয়াছেন ইহাতেই কোপান্বিত অন্তঃকরণে —

তৎপশ্চাৎ মহা রাজার অনুজ্ঞাতে কমল গোজা সেনাপতি সৈন্যেতে সজ্জমান হইয়া রাম চন্দ্রের রাজ্য কবজায় করিয়া রহিলেন। পরাজা যশন্তরায়ের হননের চিন্তু অনুসন্ধান করিতে থাকিত। এই ক্ষণে কিছু কাল গতে যশন্তরায়ের মন্ত্রিরা পুত্রাদিগের দুষ্ট আচরণ অনুভব করিয়া আনুপূর্ব্বক নিবেদন করিল যশন্তরায় ঠাকুরকে ইহাতে সকলেই উদ্যুক্ত হইয়া সদাবধানে রাজার রক্ষার্থে নিযুক্ত থাকিলেন।——

ঠাকুর পুত্র গোবিন্দরায় যাহা বল পরাক্রম এবং সর্ব্ব বিদ্যাতেই বিশারদ তিরন্দাজি ও বরকন্দাজি ও তলোয়ারবাজি ইত্যাদি সমস্তেতেই বিচক্ষণ সে আপনি আপন পিতার রক্ষার্থে কেনাখিন দ্বারে ও স্থানে নিযোজিয়া আপন সমস্ত কার্য্যেতে গতি করে রাজা

ভাপলি ও গঙ্গাজল নামে তলোয়ার সর্বক্ষণে সাতে রাখেন যে অস্ত্র হাতে থাকিলে বসন্ত রায়কে পঞ্চাশ জনে ও আক্রমণ করিতে পারে না তাঁহার প্রাদুর্ভবে বসন্তরায় দয়বান।

রাজা প্রতাপাদিত্য কোন ক্রমে হননের ছিদ্র পায় না রাজা বসন্তরায়ের পিতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের দিবসে অবারিত দ্বার পূর্বাপর থাকে ইত্যপেক্ষাসে রাজা প্রতাপাদিত্য এক দিবস তলোয়ার সঙ্গোপনে লইয়া যশহর পুরী প্রবেশ করিলে দেখে রাজা বসন্তরায় স্নান করিতেছেন ইহাতে বেগে গতি করিয়া আইসেন। এই সময় খানসামা বলিল রাজাকে মহারাজ রাজা প্রতাপাদিত্য বেগে আসিতেছেন। ইহাতে তিনি ব্যস্ত হইয়া চাহিলেন গঙ্গাজল জল। তাহার্থ গঙ্গাজল নামে তলোয়ার। খানসামা তাহা না

বুঝিয়া এক বাটীতে করিয়া গঙ্গাজল উপস্থিত করিল ইহা দেখিয়া বুঝিলেন পরমায়ু এই পর্য্যন্ত। ইতি মধ্যে রাজা প্রতাপাদিত্য অতি বেগে নিকটস্থ হইয়া তাহার শির ছেদন করিলে মুণ্ড ভূমি তলে পতন হইল ইহাতে অতিশয় কলরব এবং হাহাকার শব্দ হইল।——

তৎপশ্চাৎ তাহার পুত্র গোবিন্দরায়ের অন্দর মধ্যে প্রবেশ করিলে সে বুঝিল বিপদ উপস্থিত মতে আপন ধনুকে গুণ দিয়া তির ক্ষেপন করিল তাহা রাজার গায় লাগিল না পাশ ওলটিয়া ফেলিল দ্বিতীয় তির কর্ণের মণ্ডলে এই অবকাশে রাজা দ্রুত গতিতে গোবিন্দরায়ের মস্তক কাটিল এবং তাহার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন তাহাকে কাটিয়া বসন্তরায়ের কাটা মুণ্ড লইয়া নিজ স্থানে গমন করিল।——

রাজা বসন্তরায়ের স্ত্রী সহগামিনী হওনের উদ্যোগিতে দুই মুণ্ড আনয়ন করিতে পুরোহিতকে পাঠাইয়া যত্নক্রমে আনাইয়া চিতারোহিতে রাজা প্রতাপাদিত্যকে অভিসম্পাত করিলেন যে তাঁহার স্ত্রী পুত্র অন্ত্যজ গ্রস্ত হইবে। রাজা বসন্তরায়ের রাঘবরায় প্রভৃতি সমস্ত পুত্র বন্দি তাহারদিগকে শক্ত কএদ রাখিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন।———

যশোবসু নামে এক জন রাজা বসন্তরায়ের নিতান্ত অনুরাগী তিহ অন্তঃকরণে বিবেচনা করিল যে কয়েদি বালকেরদিগের উদ্ধারের পথ কিছু দেখি না বিনা রাজার পাগড়ি বদল বন্ধু। দক্ষিণ দেশীয় রাজা ইজাখাঁ মসনদরি তাঁহার নিকট যাত্রা করিয়া সকল বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বক কহিলেন মসনদরি খেদান্বিত হইয়া

বিস্তর আশ্বাসিয়া খোলাসের চেষ্টা করিতে প্রবর্ত্ত হইল সেনাপতি বলমন্ত খোজাকে রন সজ্জ হইতে আজ্ঞা করিলেন।

খোজা কহিলেন মহা রাজা কমর বক্সিতে ইহার ওপায় হবে না অকস্মাৎ আমি যাইয়া পুতুল করিব। ইহা কহিয়া খোজা কেবল পেষ কবজ হস্তে করিয়া গতি করিয়া রাজা পুষ্পাদিত্যের নিকট ওপস্থিতে মুজুরা জানাইয়া কহিল মহা রাজার সহিত বিরলে কিছু নিবেদন আছে। ইহা শুনিয়া রাজা অঙ্গিকার করিল কিঞ্চিত কাল গৌনে খোজাকে বিরলে ডাকিয়া খোজা সে স্থানে ওপস্থিত হইয়া এক কালিন কমর ধরিয়া পেষ কবজ রাজার বক্ষ স্থলে দিয়া কহিল কয়েদী বান্দক কয় জন এই ক্ষনে আমার মহা রাজার নিকট হাজির কর নতুবা তোমাকে নষ্ট করি। রাজা কাবু হইয়া

ইশ্বর দর্শাইয়া বালকেরদিগকে পাঠাইতে স্বিকার করিল। তখন রাজাকে ছাড়িয়া ঘোড়া কর জোড়ে স্তব করিল।——

রাজা উহার সাহসে তুষ্ট হইয়া যথেষ্ট ইনাম দিয়া নৌকা যোগে বালকেরদিগকে মজুন্দারি নিকট পাঠাইলেন। তথা কিছু কাল ভিষ্ঠিয়া ঐরূপ বসুকে সাতে করিয়া রাজা বসন্ত রায়ের অবশিষ্ট সাত পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘবরায় আপন বাপ উদ্ধারের জন্য দিল্লি যাইয়া এক্রের জাদার ওস্তাদের নিকট পঠিতে আরম্ভ করিলেন। বসু মসিজ্যাবি নানান প্রকারি লঘু বৃত্তিতে দিন যাপন করেন। এই রূপে অনেক দিবস যায়।——

এ দিগে রাজা প্রতাপাদিত্য রাঘবরায় প্রভৃতির রাহিত হইয়া যাওনেতে ক্ষমান। মনস্তাপিত

বিচার করে। ইত্যাদিন মচন্দুরি এ মত. করি য়াছে অতএব সৈন্য সাজনি করিয়া তাহার দেশ ও কবজ করিতে হবেক এই মতে সেনাগন সাজিয়া ছিত্তলির উপরে চড়াই করিল দিবস আঠারদশ যুদ্ধ করিয়া তাহাকে করজুল করিল।

এখন বাঙ্গালা ও বেহার সমস্তই পুতা পাদিত্যের অধিকার ইহারদের রাজ চক্রবর্ত্তি পুতাপাদিত্য। এখানে পুতাপাদিত্য এই জন্নী রাজা দিল্লিতে কর দেয় না। প্রচুর ধীন সং গ্রহ করিয়াছে। সেনা ও তর্জোবিক। কোন দফায় ত্রুটি নাই। পাটনা অবধি থানা বসানায় সেনা সব মুরচা বন্দি করিয়া আছে। তাঁহাতে মনুগা এই করিয়াছে যদিত দিল্লির কেহ ওমরাও কি সেনাপতি কি সেনাগন এ দিগে আইসে তান আসিবার সময় বারন করিও না ক্রমে যোড়নায় আসিয়া পৌছিলে

দুই দিগে মারি দিয়া সংহার করিব তাহার দিগিকে। এইং মত মন্ত্রনা স্থির করিয়া রাখিয়াছে রাজার একাধিনতা কোন বিষয় তাহা ভাবনার বিষয় নহে। আনন্দে রাজ্য করিতেছেন।——

এক দিন রাজার এক সহিলি পলায়ন করিয়া কোথায় ছিল তাহার ঠেকানা ছিল না। পরে চৌকিতে ধরা পড়িলে। রাজা তাহার নষ্ট ক্রিয়ার সাজা নিমিত্ত দুই স্তন কাটিয়া ফেলিল। ছুকরী স্তন কাটা জ্বলাতে নিতান্ত কাতরা হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেং বলিল রাজা আমাকে বৃহত যন্ত্রনা দিয়া নষ্ট করিলা কিন্তু তোমার ও সর্ব্বনাশ হওনের সময় ও নিকট জানিও তাহার ও আর বিস্তর কাল অপিক্ষা নাই। ত্বরাই সংহার হইবা। এই কহিতেং প্রাণ ত্যাগ করিল

সেই হইতে রাজার হ্রাস হওনের উপক্রম

এবং তার লোকেরা হাতে রাজা মাহতাপস্বরীর খাতা লইনে একটা খাঁকে খুন্তা দিয়া সংহার করিল অতএব ওহার বুদ্ধি ... হল না এমন পরং হাস। ... হইতে লাগিল। এই মতে রাজার ... বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইল।

অথায় রাঘবরায় দিল্লিতে ওজির আদার ওস্তাদের কাছে পারসি পড়েন ও ওজির আদার ওস্তাদের কাছে নিযুক্ত সদাই তাঁহার খেদমত করেন ইহাতে ওস্তাদ অধিক সন্তুষ্ট ছিল তাহাকে এবং যখন তিনি ওজির আদারে পড়াইতে যান নিরবধি রাঘবরায় ও তাহার সাতে যাতায়ত করিতেং পরিচিত হইলেন ওজির আদার কাছে। পরে ওজির আদার হুকুমে তিনি তাঁহার সহিত এক মকতবে পড়েন এবং ওজির আদা বড়ই অনুগ্রহ করেন

তাহাকে এবং রাঘব রায় আত্ম বিবরন সকল তাহার স্থানে নিবেদনে ওজির জাদা বড়ই ক্রোধান্বিত হইয়া এ সমস্ত কর পুটে তাহার পিতার স্থানে নিবেদন করিলেন ওজির সে বালকের কাতর্যতা দেখিয়া নিতান্ত রূপে ভরসা দিল তাহাকে এবং সমস্ত বিবরন জোকরাকে দরপেষ করিয়া নিবেদন করিল বাদসাহের হজুরে ।

এবং কানুনগোয়েরাও আরজ করিল অনেক কাল অবধি বাঙ্গালার খাজানা কিছুই আইসে না সমস্ত বং ও বেহার প্রতাপাদিত্যের করতলে । দোতরফি নালিসে বাদসাহ ক্রোধান্বিত হইয়া হুকুম করিলেন এক জন আমির পাঠাইয়া তাহার দমন করিতে এতদর্থে আবরায় খাঁ বাহাদুর পঞ্চ হাজারি মনশবে

আপনার সমস্ত লওয়াজমা সমেত রাঘব রায়ের নালিসে রাজা প্রতাপাদিত্যকে আক্রমণ করিতে বাঙ্গালায় তাঁই হইয়া চারি মাসে পাটনা পৌঁছিল।——

মহা রাজা পাটনার থানার সেনার সহিত মুহমেল হইলে তাহারা বলিল আমরা এখানে যুদ্ধ করিতে রহি নাই কেবল চৌকিদারীর জন্য যাহাতে বিপক্ষ লোক দেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে তোমরা বাদসাহী লস্কর। তোমরা বিপক্ষ নহ। তোমরা সচ্ছন্দে যাহ আমরা বারন করি না তোমারদিগকে। হর্ষ চিত্তে আবরাম সর্ব্ব সৈন্য লইয়া এ দেশের মধ্যে প্রবেশ করিলে পাটনার থানার সেনাপতির হুকুম আনুযাযি এই পর্য্যন্ত চৌকি শাক্তাই করিল যে একটা পশু ওদিগে হইতে এ দিগে আসিতে পারে না না এ দিগে হইতে যাইতে পারে ও দিগে।——

পরে বাদসাহী লস্কর রাজমহলের কেলা সেই মতে আডাইলে রাজার সেনা ও তাহারদের পশ্চাত বর্ত্তি হইল। আস্তেং সেনারা এক কালিন যৌতলার গড়ের নিকট আইলে একে বারে দুই দিগেই মারি দিল বাদসাহী সামন্তের সেনাপতি আবরামকে তোবের গোলার চোটে নিপাত করিল। বকি সেনারা রাজার সৈন্যের মাত্তে মিলিয়া গেল।

এই মতে ইহার দেখিতে আর এক আমির হপ্ত হাজারি মনশবে আইলে তাহাকেও সেই মত করিল। ক্রমেং বাইশ জন আমির আইল হেন্দোস্থান হইতে সকলেরি একে দমা করাইয়া কবর দেয়াইল যশহরে।

বাইশ অম্রার পরে রাজা মান সিংহ বাঙ্গালায় আইলেন এবং পাটনা অবধি থানা তাহের সেনারা পূর্ব্বকার আমিরেদের

সহিতের আচরন ও করিল তাহার সহিত রাজা মহল জাড়াইলে সিংহ রাজা দেখেন সে খানকার থানার লোকেরা আসিতেছে তাহারদের পাছে২ ইহাতে তিনি মুসদার হইয়া যশহরে না যাইয়া বর্দ্ধমানে অবস্থিতি করিল। রাজা প্রতাপাদিত্য প্রবীন লোক পাঠাইয়া যত্ন পূর্ব্বক সিংহ রাজাকে লইয়া গেল যশহরে এবং রাজার বাসা হইল মৌতলার কোটে রাজা প্রতাপাদিত্য বিস্তর২ সওগাত দিয়া সিংহ রাজা নিকট প্রতিপন্ন হইলেন এবং প্রতাপাদিত্য তাহার ভোলার এক সুন্দরী কন্যা আপন কন্যা প্রচার করিয়া বিবাহ দিলেন সিংহ রাজার পুত্রের সহিত। ইহাতেই সিংহ রাজার সহিত প্রতাপাদিত্যের অধিক অন্তরঙ্গতা হইল।

কতক কাল পরে সিংহ রাজা পুনরায় হেন্দোস্থানে গতি করিলে কাশি পৌছিয়া

তাহার পরলোক হইল। এ সমচার দিল্লি পৌঁছিলে আপনে ওজির এ জলামখাঁ চিস্তি পুত্তাপাদিত্যের বিপরিতে বাঙ্গালায় সাজনি করিয়া হেন্দেস্থানের তিন হিস্যা ফৌজ সাতে লইয়া থানাবথানা মারি পিট করিয়া সর খমর আসিয়া সালিখার থানায় পৌঁছিলে রাজার প্রবীন সেনাপতি কমল খোজা মুহ মেল দিয়া সাত দিন পর্য্যন্ত অনাহারে দিবা রাত্রি লড়াই করিতে ছিল।———

ইতি মধ্যে এক দিন কমল খোজার মরনের খবর পৌঁছিয়াছে ইহাতে রাজা ব্যাস্ত ছিলেন। কি করিবেন। কি হবেক। এই পরামর্শ করিতেছিলেন। এই কালে তিনিই দেখেন উহারি মধ্যম কন্যার আকৃতি কাঁদিতে২ সেই দরবার স্থলে যাইয়া কহিতেছে বাবা তবে আমি এখন যাই। ইহাতে রাজা মহা রাগান্বিত

হইয়া তাহাতে দুরং করিয়া খেদাইয়া দিলেন বুঝিলেন তাহার আপনার কন্যা এবং যুবা কন্যা কাজারিতে গতি করিল এই লজ্জায় তাহাকে দুরং বাক্যে খেদাইয়া আপনে সর্ব্ব সৈন্য লইয়া যুদ্ধে সাজিয়া যান।———

তখন পুর মধ্যে যাইয়া রানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমার কন্যা বিদায় হইতে দরবারে গিয়াছিল কেন। তোমরা কি সকলে পাগল হইয়াছ। মহা রানী কহিলেন এ কি সমাচার। আমার কোন কন্যা অদ্য বিদায় হইতে যায় নাই। রাজা কহিলেন এই বটে। এই আমার সর্ব্বনাশের সময়। যশহরেশ্বরীর বাটী যাইয়া দেখেন দক্ষিন বাহিনী ঠাকুরানী পশ্চিম বাহিনী হইয়াছেন। তখন আর প্রনাম করিতেও গেল না।———

এক কালিন সসৈন্য যাইয়া এত্তির সহিত

দেখা করিলে ওজির তাঁহাকে সম্মান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল এখন কি তোমার কর্ত্তব্য। লড়াই কি কয়েদ। রাজা কহিলেন না আমরা আর লড়াই করিব না আমার আসন্ন কাল এই। অতএব আমি কয়েদ হইব। এই মাত্র তাঁহাকে পিঞ্জরায় বদ্ধ করিয়া সহর ও রাজার গড় ও পুরী সমস্ত লুটিয়া রাজার স্ত্রি লোকের দের কয়েদ করিয়া পিঞ্জরায় দাখিল করিল কেবল প্রতাপাদিত্যের রাণী নাগী ফির আওয়াজে কেহ২ গেল না এবং তাঁহাকে কয়েদ করিল না। লুটের পূর্ব্বে রাঘব রায় যাইয়া সেই পুরীর দ্বারে দাণ্ডাইয়া কহিলেন এ দিগে আমার পরিবার। অতএব সে অঞ্চলে আর কেহ গেল না।

ওজির সমস্ত লুট করিয়া একশত ক্রোর নগদ টাকা পাইল ইহা ছাড়া [illegible] পোষাক সোনা রূপা আর২ এ স[illegible] খুরাই

পুনরায় হেন্দোস্থানে [illegible]ন করিল। পরে যাইয়া বানারস যোকাতে পুতাপাদিত্যের কাল হইলে. এ সকল [illegible] রাঘব রায়. ও শিত্র লোকেরদিগিকে মি[illegible] হাখিল করিল।

জাঁহাগির সাহ ওজিরের দরখাস্তে পুতাপাদিত্যের [illegible] ও মনশবদারির ফরমান রাঘব. রায়কে দিয়া খেতাব যশহর জীত এবং [illegible]ারং খেলাত [illegible] দিয়া পদানিন করিলেন রাঘব রায়ের কয় ভ্রাতাই একত্তর আছেন ইজাখাঁ মজন্দারির [illegible] হইতেবসর্ব সমেত সজ্জা মান [illegible] আসিতেং কএক মাস পরে পৌছিলেন আপন নগিরে দেখেন যশহরে সর্ব্বত্র শু[illegible] ইহাতে বড়ই দুঃখিত চিত্ত হইয়া ওদাষ হইল রাঘব রায়কে।

মনেং বি[illegible]রিয়া পুকাশ করিলেন এই রাজ্যের [illegible]মার পিতার শির ছেদন

کتاب
[illegible]লেজ ফোর্টউলিয়ম
[illegible]জ ফোর্টউলিয়ম

হইন [illegible] রাজা বিক্রমাদিত্যের সন্তানেরা প্রধানের প্রায় জাতি গেল। অতএব এ দুষ্ট জগত। ইহার রাজ্য দুষ্ট। ইহাকে প্রেম পর্য্যন্ত যে করে সে অজ্ঞান। অতএব কিঞ্চিত তালুক কেবল ভরণ পোষণের জন্য রাখিয়া আর সমস্ত রাজ্য হিসাব কহিয়া দিলেন আত্মীয় লোকের দিগকে। যশহর জিত নাম মাত্র রাজা রহিলেন। আপনি অত্যুত্রক প্রায় বৈরাগ্য। তাহার পরিন তাহাকে প্রায় নিঃসন্তান। কেবল রাজা চাঁদ রায় তাহার পুত্র রাজা রাম রায় তাহার দুই পুত্র জেষ্ঠ রাজা নীলকণ্ঠ রায় ও কনিষ্ঠ রাজা শ্যাম সুন্দর রায়। রাজা নীলকণ্ঠ রায়ের দুই রানী বড় রানীর পুত্র রাজা মুকুন্দেব রায় তাহার পুত্র রাজা কৃষ্ণ দেব রায় তাহার পুত্র রাজা গোবিন্দ দেব রায় তাহার প্রথম পুত্র [illegible]প্রুত্র নরসিংহ দেব রায়। তাহার কিঞ্চিত

তালুক আছে যশহর চাকলার [illegible] খেয়ে
গাড়ি পরগণা এই রাজা নীলকণ্ঠ রায়ের
বড় রাণীর সন্তানের উপাখ্যান।

তাহার ছোটরাণীর তিন পুত্র। তাহার জ্যেষ্ঠ
রাজা নবনীত রায় মধ্যম রাজা ব্রজ কিশোর
কনিষ্ঠ রাজা কৃষ্ণমোহন রায়। নবনীত রায়ের
পুত্র রাজা রাধা বিনোদ রায় তিনি নিঃসন্তান

ব্রজ কিশোর রায়ের পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণ রায়
তাহার পুত্র শ্রীযুত রাজা পঞ্চানন রায়। তাহারও
কিঞ্চিত বিষয় আছে যশহর জিলার আমিন
নুরনগরের [illegible]। কৃষ্ণমোহন রায়ের দুই
পুত্র জ্যেষ্ঠ রাজা হরি দেব। ও কনিষ্ঠ শ্রীযুত
রাজা যুগল কিশোর রায়।

হরি দেব রায়ের পুত্র শ্রীযুত রাজা আনন্দচন্দ্র
রায়। তাহার কিঞ্চিত কিঞ্চিত খাটিআছে ওই পুরনা।

[illegible]দুটিল কিশোর রায় আপনে [illegible]

[illegible] ক্ষিতিত পর্নিন্দার।

[illegible] রায় রায়ের কনীষ্ঠ পুত্র শ্যাম সুন্দর

[illegible] রানীর পুত্র রাজা

[illegible] জ্যেষ্ঠ রাজা শিব [illegible]

[illegible] রাজা শুকদেব রায়। শিব নারা

[illegible]সন্তান। শুকদেব রায়ের পুত্র

[illegible] প্রসাদ রায়। তাহার ও ক্ষিতিত

[illegible] ওই নুরনগরে।

[illegible]দরের [illegible] কনিষ্ঠা রানীর দুই পুত্র

[illegible] কৃষ্ণ কিঙ্কর রায় জ্যেষ্ঠ রাজা [illegible]

[illegible] কৃষ্ণ কিঙ্কর রায়ের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ

[illegible] কৃষ্ণ রায় কনিষ্ঠ শ্রীযুত রাজা

[illegible]য়।

[illegible] কিশোর রায়ের পুত্র [illegible]

রাধিকা নাথ রায়। দুই পুত্র জ্যে

রাজা রাজ নারায় হয়িছে আ

রাম নারায়ন রায়।

এই২ বয়ু জন শ্রীযুত

রায়ের সন্তান। ইহার মধ্যে

রায়ের অত্যন্তেরা এখন পুর্বাব

ধর্ম্মহর সমাজের গোলি পতি। অ

বসিত কায়স্থেরদিগকে তাঁহারা

বরিভোজন তাহারা সবনের ক

সমাপ্ত।

کتاب کالج فورٹ ولیم
किताब कालिज फ़ोर्टविलि
পুস্তক কালেজ ফোর্ট উলি
IMPERIAL LIBRARY